জান্নাতের চাবি

শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

হাসান মাসরুর
অনূদিত

www.QuranerAlo.net

বই	জান্নাতের চাবি
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ ও সম্পাদনা	হাসান মাসরুর
প্রকাশক	রফিকুল ইসলাম

www.QuranerAlo.net

Contents

জান্নাতের চাবি

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি Hard Copy সংগ্রহ করে অথবা লেখক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে সৌজন্য মূল্য প্রদান করে সহযোগিতা করুন।

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

www.QuranerAlo.net

জান্নাতের চাবি

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
রবিউল আওয়াল ১৪৪১ হিজরি / নভেম্বর ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
Sijdah.com
wafilife.com

মূল্য : ৬৭ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৭৫১০৮২০০৮
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

www.QuranerAlo.net

Contents

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৭
ইসলামে নামাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ০৯
নামাজের প্রতি ভালোবাসা ১৪
জামাআত সহকারে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত ১৯
আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া ২৯
চাশতের সুন্নাত ৩৫
নামাজে সালাফের খুশু-খুজু ৩৬
নামাজের ব্যাপারে মানুষ পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত ৪৫
নামাজ পরিত্যাগকারীর বিধান ৪৮
কুরআন থেকে দলিল ৪৯
সুন্নাহ থেকে দলিল ৪৯
সাহাবিদের বাণী থেকে দলিল ৪৯
বিশুদ্ধ কিয়াস থেকে দলিল ৫০

www.QuranerAlo.net

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله الذي وعد من أطاعه جنات عدن تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير من صلى وصام وعبد الله حتى أتاه اليقين

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আনুগত্যকারীদের জন্য এমন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ এবং যাতে রয়েছে এমন মনোমুগ্ধকর জিনিস, যা কোনো চোখ কখনো অবলোকন করেনি, কোনো কান কখনো শোনেনি এবং কারও হৃদয় যা কখনো কল্পনাও করেনি। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলের ওপর, যিনি আমৃত্যু নামাজ, রোজা ও আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছেন—এমন লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম।

প্রিয় পাঠক, আমরা আপনাদের সামনে পেশ করতে যাচ্ছি «أين نحن من هؤلاء» বা 'সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা?' সিরিজের দ্বিতীয় উপহার «والثمن الجنة» বা 'জান্নাতের চাবি'। এতে আলোচিত হয়েছে নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান, যা নিয়ে কিছু লোক বাড়াবাড়ি করছে তো কিছু লোক তার প্রতি চরম অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করছে।

আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি, যখন মানুষ শরয়ি বিধান পালনে দুর্বলতা ও অলসতা দেখাচ্ছে আর পার্থিব বিষয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। তাই যুগের এই ক্রান্তিলগ্নে আমরা নামাজের মতো মহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিধানের ব্যাপারে সালাফের দৃঢ়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি, যেন তা আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয় এবং তাকে প্রাণবন্ত ও দৃঢ়সংকল্প করে তোলে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের কর্মসমূহ তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য করার তাওফিক দান করুন।

-আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

www.QuranerAlo.net

ইসলামে নামাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামে নামাজের মর্যাদা ও গুরুত্ব অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে অনেক বেশি। নামাজ দ্বীন-ইসলামের ভিত্তি ও খুঁটি—যা ব্যতীত দ্বীন টিকে থাকে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ

'সকল বিষয়ের মূল হলো ইসলাম, এর স্তম্ভ হলো নামাজ এবং এর সর্বোচ্চ শিখর হলো জিহাদ।'[১]

নামাজ একটি স্বতন্ত্র ও স্থায়ী ফরজ ইবাদত। কখনো এর বিধান রহিত হয় না, এমনকি ভীতিকর পরিস্থিতিতেও না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

'নামাজসমূহের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে অনুগত হয়ে দণ্ডায়মান হও। এরপর যদি তোমাদের কারও ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই (নামাজ) পড়ে নাও অথবা সওয়ারির ওপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে—যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।'[২]

নামাজই প্রথম ইবাদত, যা আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন এবং এর ব্যাপারেই কিয়ামতের দিন প্রথমে হিসাব গ্রহণ করা হবে। উম্মাহর প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ অসিয়তও ছিল নামাজের ব্যাপারে। তিনি বলেন :

---

১. সুনানুত তিরমিজি : ২৬১৬
২. সুরা আল-বাকারা : ২৩৮-২৩৯

www.QuranerAlo.net

الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

'নামাজ, নামাজ এবং দাস-দাসীদের ব্যাপারে যত্নশীল হও।'[৩]

দ্বীনের বিধানগুলোর মাঝে শেষ যেটি হারিয়ে যাবে তা হচ্ছে নামাজ। যদি এটি নষ্ট হয়ে যায়, তবে পুরো দ্বীনই নষ্ট হয়ে যাবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ

'ইসলামের খুঁটিগুলো এক এক করে ভেঙে পড়বে। যখনই একটি খুঁটি ভেঙে পড়বে, মানুষ তার পরবর্তীটি আঁকড়ে ধরবে। প্রথম ভেঙে পড়বে খিলাফত এবং শেষ ভেঙে পড়বে নামাজ।'[৪]

আল্লাহ তাআলা হিদায়াত ও তাকওয়ার জন্য নামাজকে মৌলিক শর্তরূপে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

الم * ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

'আলিফ-লাম-মিম। এ সেই কিতাব, যাতে কোনোই সন্দেহ নেই। পথপ্রদর্শনকারী পরহেজগারদের জন্য, যারা অদৃশ্য বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যে রিজিক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে।'[৫]

নামাজের প্রতি যত্নশীলদের আল্লাহ তাআলা মন্দ স্বভাবের লোকদের থেকে বাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

৩. মুসনাদু আহমাদ : ২৬৪৮৩
৪. মুসনাদু আহমাদ : ২২১৬০
৫. সুরা আল-বাকারা : ১-৩

www.QuranerAlo.net

'মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে। যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামাজ আদায়কারী। যারা তাদের নামাজে সদা নিষ্ঠাবান।'[৬]

আল্লাহ তাআলা জাহান্নামিদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

'কোন জিনিস তোমাদের জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করালো? তারা বলবে, আমরা নামাজিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।'[৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা নামাজ পরিত্যাগকারীদের ভীতিপ্রদর্শন করে বলেন :

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

'অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাজির, যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে উদাসীন।'[৮]

উদাসীন বলতে বোঝানো হয়েছে, সময় চলে যাওয়া পর্যন্ত নামাজ বিলম্ব করা।

আল্লাহ তাআলা নামাজ বিনষ্ট করার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং বিনষ্টকারীদের কঠিন শাস্তির ধমক দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

'এরপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামাজ বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই গাই প্রত্যক্ষ করবে।'[৯]

---

৬. সুরা আল-মাআরিজ : ১৯-২৩
৭. সুরা আল-মুদ্দাসসির : ৪২-৪৩
৮. সুরা আল-মাউন : ৪-৫
৯. সুরা মারইয়াম : ৫৯

www.QuranerAlo.net

'গাই' হলো, জাহান্নামের একটি গর্ত—যা বড় বিস্বাদের জায়গা এবং খুবই গভীর। আল্লাহ তাআলা এটাকে নামাজ বিনষ্টকারী ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের জন্য তৈরি করেছেন।

মুসলিম মনীষীগণ নামাজের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। তারা ছিলেন নামাজের প্রতি অত্যধিক যত্নশীল। এ ক্ষেত্রে তাদের আদর্শ ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرف

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে কথা বলতেন, আমরাও তাঁর সাথে কথা বলতাম। তবে যখন নামাজের সময় হতো, কেমন যেন তিনি আমাদের চিনতেন না আর আমরাও তাকে চিনতাম না।'[১০]

তিনিই আমাদের আদর্শ, যাঁর পথে আমরা চলি। কবি বলেন :

إِذَا نَحْنُ أَدْلَجْنَا وَأَنْتَ أَمَامَنَا *** كَفَى لِمَطَايَانَا بِذِكْرِكَ هَادِيَا

'যখন আমরা নৈশভ্রমণ করি, যে অবস্থায় তুমি আমাদের সামনে অবস্থান করো, তখন আমাদের বাহনের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে তোমার স্মরণই যথেষ্ট হয়ে যায়।'

উম্মাহর নেককার সালাফও এই নববি আদর্শের ওপর অবিচল ছিলেন।

সাইদ বিন মুসাইয়িব রহ.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি নামাজের প্রতি অধিক মনোযোগী ও যত্নশীল ছিলেন। ফলে ৪০ বছরেরও বেশি সময় যাবৎ তিনি আজানের আগে মসজিদে চলে যেতেন। তাঁর আজাদকৃত গোলাম বুরদ বলেন, '৪০ বছর যাবৎ এমন কোনো আজান হয়নি, যখন সাইদ রহ. মসজিদে ছিলেন না।'[১১]

---

১০. ফাইজুল কাদির : ৩/৮৮
১১. তাবাকাতুল হানাবিলা : ১/ ১৪১

www.QuranerAlo.net

রবিআ বিন ইয়াজিদ রহ. বলেন, 'সফর ও অসুস্থতার সময় ব্যতীত ৪০ বছর যাবৎ মুয়াজ্জিনের জোহরের আজানের সময় আমি মসজিদে থাকতাম।'[১২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মহাকল্যাণ তথা নামাজের প্রতি যত্নশীল হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেন :

وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ

'জেনে রাখো, তোমাদের সর্বোত্তম কর্ম হলো নামাজ, আর অজুর ব্যাপারে শুধু মুমিনই যত্নশীল হয়।'[১৩]

ইয়াহইয়া বিন মাইন রহ. ইয়াহইয়া বিন সাইদের ব্যাপারে বলেন, '৪০ বছর যাবৎ দ্বিপ্রহরের সময় তিনি মসজিদে ছিলেন।'[১৪]

সালাফের অন্তর সব সময় মসজিদের সাথে ঝুলে থাকত। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, 'সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তাআলা এমন দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর (আরশের) ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। এদের এক শ্রেণি হলো, এমন ব্যক্তি—যার হৃদয় (সে মসজিদ থেকে বের হলে ফিরে আসা পর্যন্ত) মসজিদের সাথে ঝুলে থাকে।'[১৫]

সুফইয়ান বিন উয়াইনা রহ. আজানের আগে মসজিদে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলেন, 'তুমি এমন মন্দ লোকের মতো হোয়ো না, যাকে ডাকা না হলে আসে না; বরং তুমি ডাকার আগেই মসজিদে চলে এসো।'[১৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

---

১২. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৫/২৪০
১৩. মুসনাদু আহমাদ : ২২৪৩৬, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৭৭
১৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৯/১৮১
১৫. সহিহুল বুখারি : ৬৮০৬, সহিহু মুসলিম : ১০৩১
১৬. আত-তাবসিরাহ : ১/১৩৭

www.QuranerAlo.net

'আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ের কথা বলব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা গুনাহসমূহ মুছে দেবেন এবং মর্যাদা উঁচু করে দেবেন?' সাহাবিগণ বললেন, 'অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসুল,' তিনি বললেন, 'তা হলো কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে অজু করা, মসজিদের দিকে বেশি পদচারণা, এক নামাজের পর অন্য নামাজের জন্য অপেক্ষা। আর এটিই হলো রিবাত।'[১৭]

নামাজের প্রতি ভালোবাসা

আল্লাহর ডাকে সাড়া দানে সত্যনিষ্ঠতা এবং নামাজের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা লালনের ক্ষেত্রে আমাদের সালাফ আমাদের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। কঠিন অসুখের সময়েও তারা নামাজে অবহেলা করতেন না। তাদেরই একজন হলেন আমির বিন আব্দুল্লাহ রহ.। মসজিদের পাশেই ছিল তার ঘর। কঠিন অসুখে তার অবস্থা মৃতপ্রায়, এমন সময় তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করল আজানের সুমিষ্ট ধ্বনি। তিনি বললেন, 'আমাকে ধরো, আমি মসজিদে যাব।' স্বজনরা বলল, 'আপনি তো অসুস্থ। এমন অবস্থায় মসজিদে যাওয়া ঠিক হবে না।' তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর দায়ির (মুয়াজ্জিনের) ডাক শুনতে পাচ্ছি। তার ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকি কী করে?'

তার কথায় স্বজনরা তাকে ধরে মসজিদে নিয়ে গেল। তিনি মাগরিবের জামাআতে শরিক হলেন। অতঃপর ইমামের সাথে এক রাকআত পড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।[১৮]

এমনই আরেকজন হলেন উম্মাহর সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী উমর রা.। তিনি কঠিনভাবে বেহুঁশ হয়ে পড়লেও নামাজের আলোচনা শুনলে জ্ঞান ফিরে পেতেন। মিসওয়ার বিন মাখরামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যখন উমর রা. বর্শার আঘাতে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন, তখন বলা হলো, "যদি তাঁর মাঝে প্রাণ থেকে থাকে, তবে নামাজই তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার সবচেয়ে কার্যকর উপায়।" তখন লোকেরা বললেন, "হে আমিরুল মুমিনিন, নামাজের

---

১৭. সহিহ মুসলিম : ২৫১

১৮. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/১৩১, আস-সিয়ার : ৫/২২০

www.QuranerAlo.net

সময় হয়েছে।" এ কথা শুনেই তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন আর বললেন, "হায় আল্লাহ, নামাজের সময় হয়ে গেছে! যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না, ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।"

অতঃপর তিনি এমন অবস্থায় নামাজ পড়লেন, যখন তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল।[১৯] তিনি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, আল্লাহও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।'

সাহাবিগণ জানতেন, নামাজের প্রতি উমর রা. কীরূপ মনোযোগী যত্নশীল। তাই তাঁরা বুঝতে পারলেন, যদি তাঁর মাঝে প্রাণ থেকে থাকে, তবে তাঁর নিকট নামাজের আলোচনা করা হলেই তাঁর জ্ঞান ফিরে আসবে। আর বাস্তবেও তা-ই হলো।

কিন্তু বর্তমান যুগে অনেক মানুষ নামাজের সময়ই ঘুমের স্বাদ পায়। কতক লোক আজানের আওয়াজ শুনেও সজাগ হয় না। আর কেউ কেউ সজাগ হয়, কিন্তু আজানের ডাকে সাড়া দিয়ে মসজিদে যায় না। কেমন যেন তারা মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সেই তারাই আবার যখন শোনে, ঘরে চোর ঢুকেছে বা ডাকাত পড়েছে, তখন তাদের দ্রুততা ও উদ্যমে কোনো ঘাটতি দেখা যায় না।

প্রিয় মুসলিম ভাই আমার,

রবি বিন খুসাইম রহ. তার জীবনে এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। যখন তার এক পার্শ্ব অবশ হয়ে পড়েছিল, তখনও তিনি দুজন ব্যক্তির কাঁধে ভর করে মসজিদে গমন করতেন। তার শিষ্যরা বলত, 'হে আবু জাইদ, আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য সুযোগ রয়েছে। আপনি চাইলে বাড়িতেই নামাজ পড়তে পারেন।' জবাবে তিনি বলতেন, 'সুযোগ আছে বটে, কিন্তু আমি যখন মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে শুনতে পাই "হাইয়া আলাল ফালাহ—এসো সফলতার দিকে।" তখন নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি সফলতার প্রতি এই আহ্বান শুনতে পায়, সে যেন বুকে ভর দিয়ে কিংবা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সেই ডাকে সাড়া দেয়।'[২০]

---

১৯. আল-মুজামুল আওসাত লিত-তাবারানি : ৮১৮১
২০. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/১১৩

www.QuranerAlo.net

আসলে আমাদের সালাফে সালিহিনের মাঝে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার এক অকৃত্রিম তাড়না কাজ করত। এটাই তাদের নামাজের প্রতি এতটা গুরুত্ব দিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলত।

আদি বিন হাতিম রহ. বলেন, 'আমার জীবনে এমন কোনো নামাজের সময় আসেনি, যার জন্য আমি অধীর আগ্রহে বসে থাকিনি। এমন কোনো নামাজের সময়ে আমি প্রবেশ করিনি, যার জন্য আমি আগে থেকে প্রস্তুতি নিইনি।'[২১]

আল্লাহ তাআলার পথে ও শান্তির আবাসের প্রতি আহ্বানকারী হৃদয়ে এক ঝড় তোলে এবং অটুট মনোবল সৃষ্টি করে। ফলে যার কাছে তাকওয়ার কান আছে, সে ইমানের প্রতি আহ্বানকারীর আহ্বান শুনতে পায়। যার মাঝে ইমানি প্রাণ আছে, সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়।

আমাদের সালাফ এমনই ছিলেন। তাই মুয়াজ্জিনের আজান তাদের সরল পথে নিয়ে আসত। তারা শান্তি ও স্বপ্নের আবাস জান্নাতে পৌঁছা পর্যন্ত এই পথেই চলতে থাকতেন।[২২]

সালাফে সালিহিনের মনে নামাজের প্রতি যে গুরুত্ব ও মনোযোগ ছিল, তা নামাজের সময় হলে আনন্দ ও প্রফুল্লতায় রূপান্তরিত হয়ে যেত। দয়াময় দাতা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান ও অনুগ্রহ পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতেন তাঁরা।

আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ আল-মুজানি রহ. বলেন, 'হে আদম-সন্তান, তোমার মতো সৌভাগ্যবান আর কে আছে? তোমার মাঝে এবং পানি ও মিহরাবের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। যখনই ইচ্ছা পবিত্রতা অর্জন করে তোমার রবের দরবারে প্রবেশ করতে পারো তুমি। আর তোমার মাঝে এবং তাঁর মাঝে কোনো মুখপাত্র বা প্রতিবন্ধক নেই।'[২৩]

এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য নিয়ামত। আমরা যখন ইচ্ছে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়া তাঁর উদ্দেশে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতে পারি।

---

২১. আজ-জুহদ লিল ইমাম আহমাদ, পৃষ্ঠা নং ২৪৯
২২. রুহবানুল লাইল : ৩৯
২৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/২৫৬

www.QuranerAlo.net

আর এর মাধ্যমে আমাদের মর্যাদার স্তর বাড়তে থাকে এবং কমতে থাকে গুনাহের পরিধি। আল্লাহ তাআলা কতই না সম্মানিত ও মহিমান্বিত!

এ সকল নিয়ামত হাতছাড়া হওয়া এবং কোনো কল্যাণকর কাজ ব্যতীত সময় বিনষ্ট হওয়ার কারণে একদিন পরিতাপ করতে হবে। একজন মুসলিমের মূলধন হলো তার জীবন। এটি বিনষ্ট হওয়ায় কি সে আফসোস করবে না!?

আবু রজা আল-আতারিদি রহ. বলেন, 'যত সময় আমি পেছনে ফেলে এসেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান সময় হলো, প্রতিদিনের পাঁচটি সময়, যে সময়গুলোতে আমি আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত হয়েছি।'[২৪]

প্রিয় মুসলিম ভাই আমার, আমাদের সালাফে সালিহিন নামাজের হক পুরোপুরি আদায় করেছিলেন এবং তার যথাযথ মূল্যায়ন করেছিলেন। নামাজই ছিল তাঁদের প্রথম পরিমাপক যন্ত্র। উমর রা.-এর এ বাণী থেকে তা ভালোভাবে বুঝে আসে। তিনি বলেন, 'যখন কাউকে নামাজ বিনষ্ট করতে দেখতে পাবে, দৃঢ়ভাবে বুঝে নেবে, সে অন্যান্য আমল আরও অধিক হারে বিনষ্ট করে।'[২৫]

আবুল আলিয়া রহ.-ও এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি কয়েক দিন সফর করে যখন কারও নিকট যেতাম, তখন প্রথমে তার নামাজের ব্যাপারে খোঁজ নিতাম। যদি সে নামাজ পূর্ণভাবে আদায় করত, তাহলে তার কাছে অবস্থান করতাম এবং তার কথা শুনতাম। আর যদি সে নামাজ বিনষ্ট করত, তবে ফিরে আসতাম এবং তার কোনো কথা শুনতাম না। আর বলতাম, "নামাজ ছাড়া অন্য ইবাদতে সে আরও বেশি গাফিল।"'

সালাফে সালিহিন নামাজের মতো মহান ইবাদতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য নিজেদের সন্তানদের নিয়ে নামাজ পড়তেন। তাঁরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণীর ওপর আমল করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

---

২৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/৩০৬

২৫. তারিখু উমর : ২০৪

www.QuranerAlo.net

> 'সাত বছর বয়সে তোমাদের সন্তানদের নামাজের ব্যাপারে আদেশ করবে এবং দশ বছর বয়সে নামাজ না পড়ার কারণে প্রহার করবে। আর তাদের বিছানা পৃথক করে দেবে।'[২৬]

জাইদ আল-আইয়ামি রহ. শিশুদের বলতেন, 'এসো, নামাজ পড়ো। আমি তোমাদের আখরোট (ফল) দেবো।' ফলে শিশুরা এসে নামাজ পড়ে তার চারপাশ ঘিরে বসে যেত। এ ব্যাপারে তাকে বলা হলো, 'আপনি এ কী করছেন?' তিনি বললেন, 'আমি পাঁচ দিরহাম দিয়ে একটি আখরোট কিনে তা দিয়ে এদের নামাজে অভ্যস্ত করে তুলছি। এতে আপত্তির কী আছে?'[২৭]

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমান যুগে মুসলিমরা নিজেদের সন্তানদের জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেয়। শিশুদের পানাহার থেকে শুরু করে বিনোদন ও খেলাধুলার সকল উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছেড়ে দেয়—যে বিষয়ে পিতামাতাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হতে হবে। তা হচ্ছে, তাদের দ্বীনি বিষয় শিক্ষা দেওয়া এবং নামাজে অভ্যস্ত করে তোলা। নিজেদের অনুপস্থিতিতে সন্তানরা কী করে, সে সম্পর্কে খোঁজ নেওয়াও পিতামাতার কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন :

> يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
>
> 'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। যাতে নিয়োজিত রয়েছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করেন না এবং যা আদেশ করা হয়, তা-ই করেন।'[২৮]

---

২৬. মুসনাদু আহমাদ : ৬৭৫৬
২৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/৩১
২৮. সুরা আত-তাহরিম : ৬

www.QuranerAlo.net

জামাআত সহকারে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত

ফরজ নামাজসমূহ জামাআত সহকারে আদায় করা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

'নামাজে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়।'[২৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথিগণ সর্বদা এ বিধানের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আমল করেছেন। তাঁদের কর্ম থেকে প্রতীয়মান হয়, কেমন যেন জামাআত নামাজেরই অংশ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বাভাবিক সময়ে ও যুদ্ধের সময়ে, এমনকি মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হয়েও জামাআত পরিত্যাগ করেননি।

বর্তমান সময়ে আমাদের মসজিদগুলোতে এ আমলের গুরুত্ব কমে গেছে। মুসলিমরা জামাআতের সাথে নামাজ পড়তে আগ্রহী নয়। শুধু জুমআর দিন জামাআতে নামাজ আদায়কারী মুসল্লি পাওয়া যায় এবং সেদিন মসজিদ পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এরপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে তাদের আর দেখা যায় না! অথচ তারা প্রতিদিন পাঁচবার মিনার হতে ভেসে আসা আজানের ধ্বনি শুনতে পায়। তাহলে কি তারা মনে করে যে, এ অবহেলা ও অলসতার কারণে তারা জিজ্ঞাসিত হবে না? নাকি তাদের অন্য কোনো ওজর রয়েছে, যা তাদের জন্য জামাআতে নামাজ পড়া রহিত করে দিয়েছে; ফলে তারা তার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে না?

প্রিয় বন্ধু আমার, আমাদের ওপর আল্লাহ তাআলা অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। এর জন্য আমরা তাঁর যত শোকরই করি না কেন, তা খুব কমই হবে। কেননা, কাফিরদের ভূমিতে বসবাসকারী এমন অনেক মুসলিম আছে, যারা আজানের ধ্বনিটুকুও শুনতে পায় না। কত মানুষ তাওহিদের ডাকে সাড়া না দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এমন কত রোগী পড়ে রয়েছে, যারা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেওয়ার আশা বুকে লালন করছে, কিন্তু রোগ তার জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। আর আমাদের প্রতি আল্লাহর কী অনুগ্রহ,

২৯. সুরা আল-বাকারা : ৪৩

www.QuranerAlo.net

তিনি আমাদের জন্য এসবের সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। আমাদের তাওহিদের সুমিষ্ট বাণী শোনার তাওফিক দান করেছেন, যা কানে সুমধুর ঝংকার তোলে—হৃদয়ে আনন্দের প্রবাহ বয়ে দেয়। কারণ, এ যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেককার, রুকুকারী ও সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বান।

এ কারণেই তো আবু ইমরান আল-জুজানি রহ. যখন আজানের আওয়াজ শুনতেন, তখন তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত এবং চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত।

নবিদের সরদার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে আয়িশা রা. বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে কথা বলতেন, আমরাও তাঁর সাথে কথা বলতাম। কিন্তু যখন নামাজের সময় হতো, তখন কেমন যেন তিনি আমাদের চিনতেন না আর আমরাও তাঁকে চিনতাম না।'[৩০]

আলি বিন হুসাইন রহ. যখন অজু করতেন, তখন তার চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করত। তার পরিবারের লোকজন জিজ্ঞেস করলেন, 'অজুর সময় আপনার এমন অবস্থা হয় কেন?' তিনি বললেন, 'তোমরা কি জানো, আমি কার সামনে দণ্ডায়মান হতে যাচ্ছি!'[৩১]

সুলাইমান বিন আমাশ রহ. যখন রাতে প্রয়োজন সারার জন্য ঘুম থেকে উঠতেন, তখন পানি না পেলে দেয়ালে হাত রেখে তায়াম্মুম করে ঘুমাতেন। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমি অজু ছাড়া মৃত্যুবরণ করাকে ভয় পাই।'[৩২]

আসলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি হাদিসের ওপর আমল করেই তিনি এমনটি করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

---

৩০. ফাইজুল কাদির : ৩/৮৮
৩১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/৯৩
৩২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/৪৯

www.QuranerAlo.net

وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ

'জেনে রাখো, তোমাদের সর্বোত্তম কর্ম হলো নামাজ, আর অজুর ব্যাপারে শুধু মুমিনই যত্নশীল হয়।'[৩৩]

মানসুর বিন জাজান একদিন অজু শেষ করলে তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ল। তারপর তিনি উচ্চ আওয়াজে কাঁদতে লাগলেন। তাকে বলা হলো, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, আপনি কেন কাঁদছেন?' তিনি বললেন, 'আমি এখন কঠিন এক বিষয়ের মুখোমুখি। আমি এমন এক মহান সত্তার সামনে দণ্ডায়মান হতে যাচ্ছি, যাঁকে নিদ্রা বা তন্দ্রা আচ্ছন্ন করে না। তারপর আবার এ আশঙ্কাও আছে যে, তিনি হয়তো আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন।'[৩৪]

তাদের অন্তর ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল ছিল বলেই তারা এমন ছিলেন।

ইয়াজিদ বিন আব্দুল্লাহকে যখন বলা হলো, 'আমরা কি আমাদের মসজিদে ছাদ দেবো না?' তিনি বললেন, 'তোমাদের অন্তর সংশোধন করে নাও, সেটাই মসজিদের জন্য যথেষ্ট হবে।'[৩৫]

কারণ, যার হৃদয় স্বচ্ছ এবং নিয়ত বিশুদ্ধ, সে ছাদ বা নকশার প্রতি তাকায় না। বরং সে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে নামাজ পড়ে এবং কবুল হওয়ার আশায় নামাজের সকল হক যথাযথভাবে আদায় করে।

আদি বিন হাতিম রা. বলেন, 'আমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নামাজের এমন কোনো ইকামাত দেওয়া হয়নি, যখন আমি অজুবিহীন ছিলাম।'[৩৬]

তারা বাস্তব কর্মের মাধ্যমে আজানের ডাকে সাড়া দিতেন। আজানের সাথে সাথে তারা কোনোরূপ কালক্ষেপণ ও অলসতা না করে, হাতের কাজ ও পার্থিব ব্যস্ততা ফেলে রেখে মসজিদ পানে ছুটে যেতেন।

---

৩৩. মুসনাদু আহমাদ : ২২৪৩৬, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৭৭
৩৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/১২
৩৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/৩১২
৩৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৩/১৬০

www.QuranerAlo.net

ইবরাহিম বিন মাইমুন মারুজি রহ.-এর অবস্থা দেখুন। তিনি ছিলেন কর্মকার। সোনা-চাঁদি দিয়ে অলংকার তৈরি করা ছিল তার পেশা। কাজের সময় তিনি হাতুড়ি উঠিয়ে বাড়ি দিতে যাবেন—এমন সময় যদি আজানের ধ্বনি ভেসে আসত, সাথে সাথে তিনি হাতুড়ি রেখে দিতেন।

আমাদের সালাফে সালিহিন এমনই ছিলেন। আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেওয়া ও রাসুলের আনুগত্য করার বিপরীতে দুনিয়া তাদের সামনে খুবই তুচ্ছ ছিল। এ জন্যই তো, আজানের ধ্বনি ভেসে আসার সাথে সাথে তারা দুনিয়াবি কাজকে একদিকে ফেলে রেখে তাৎক্ষণিক মসজিদে ছুটে যেতেন।

প্রিয় মুসলিম ভাই আমার, কবি বলেন :

صلاة المرء في أخراه ذخر*** وأول ما يحاسب بالصلاة

فإن يمت فطوبى ثم طوبى *** له الفوز فيها بالصلاة

وإلا النار مثواه وتبا *** له تبا بعد الممات

'মানুষের নামাজ তার আখিরাতের সম্পদ। কিয়ামতের দিন প্রথমে নামাজেরই হিসাব গ্রহণ করা হবে। সুতরাং নামাজি ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন তার জন্য সুসংবাদ আর সুসংবাদ। এ ছাড়াও নামাজের কারণে তার জন্য পরকালে রয়েছে সফলতা আর সফলতা। আর যদি সে বেনামাজি হয়, তখন জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। এ ছাড়াও মৃত্যুর পর তার জন্য রয়েছে ধ্বংস আর ধ্বংস।'

সালাফে সালিহিন ইবাদত ও নামাজের প্রতি অত্যধিক আগ্রহী ছিলেন, তাই আজানের সময় মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের প্রতিযোগিতা করতে দেখা যেত। কবির ভাষায় :

تراه يمشى في الناس خائفا وجلا *** إلى المساجد هونا بين أطمار

'তাকে তুমি দেখবে, সে ভীতি ও আশা নিয়ে প্রতিযোগী ঘোড়াদের ভেদ করে মসজিদ পানে ছুটে চলছে।'

www.QuranerAlo.net

বর্তমান যুগে আমাদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ববর্তী সালাফ ও বর্তমান যুগের মানুষের মাঝে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। বর্তমান যুগে আজানের আগে বা পরে মসজিদে প্রবেশ করা লোকের সংখ্যা খুবই স্বল্প। এমন লোকের সংখ্যা অনেক, যারা জীবনে কখনো মসজিদেই প্রবেশ করেনি। বরং শুধু তখনই মসজিদে প্রবেশ করে, যখন তার জানাজা পড়ানোর জন্য তাকে মসজিদে প্রবেশ করানো হয়।

আমাদের সালাফে সালিহিন নামাজের প্রতি খুবই যত্নশীল ছিলেন। আজানের সাথে সাথেই তারা মসজিদে চলে যেতেন এবং প্রথম কাতারে নামাজ আদায়ে সচেষ্ট ছিলেন। এর কারণ হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا

'মানুষ যদি জানত, আজান দেওয়া এবং প্রথম কাতারে নামাজ পড়ায় যে কী (ফজিলত) রয়েছে, তবে তারা প্রয়োজনবোধে লটারির আশ্রয় নিত।'[৩৭]

সালাফে সালিহিন প্রথম কাতারে নামাজ পড়ার মতো মহাকল্যাণকর ইবাদতের প্রতি খুবই যত্নশীল ছিলেন। তাদেরই একজন হলেন বিশর বিন হাসান রহ.। তাকে মানুষ 'সাফফি' বলে ডাকত। কারণ, তিনি বসরার মসজিদে ৫০ বছর যাবৎ প্রথম 'সাফ' তথা প্রথম কাতারে নামাজ আদায় করেছিলেন।

বর্তমান সময়ে আগের অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। তার সাথে সাথে মানুষের বোধশক্তির মাঝেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। ফলে প্রথম কাতারে নামাজ পড়তে আগ্রহী লোকদের বড়ই অভাব এ যুগে।

প্রথম কাতারের কথা বাদই দিলাম, অন্তত ইমামের সাথে 'তাকবিরে উলা'র সময় জামাআতে শরিক হওয়া লোকের সংখ্যাও নেহায়েত কম এই যুগে। অথচ আমাদের সালাফ কেমন ছিলেন দেখুন—

৩৭. সহিহুল বুখারি : ৬১৫, সহিহ মুসলিম : ৪৩৭

www.QuranerAlo.net

সাইদ বিন মুসাইয়িব রহ. বলেন, '৫০ বছর যাবৎ কোনোদিন আমার থেকে তাকবিরে উলা ছোটেনি এবং ৫০ বছর যাবৎ আমি নামাজে মানুষের পিঠ দেখিনি (অর্থাৎ সব সময় প্রথম কাতারে নামাজ পড়েছি)।'[৩৮]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

'আর প্রতিযোগীদের এমন বিষয়েই প্রতিযোগিতা করা উচিত।'[৩৯]

ইবাদতই হওয়া উচিত প্রতিযোগিতার লক্ষ্য। কারণ, ইবাদতই একমাত্র বিষয়, যা অগ্রগামী হয়ে অর্জন করার যোগ্য।

মানুষ দুনিয়ার যত বড় ও মহৎ কিছুর প্রতি প্রতিযোগিতা করুক, মূলত তারা সামান্য ধ্বংসশীল জিনিসের জন্যই প্রতিযোগিতা করছে; আল্লাহ তাআলার কাছে মাছির ডানাসম যার মূল্য নেই। কিন্তু আখিরাতে দাঁড়িপাল্লার ওজনে যা হবে খুবই ভারী, সেটিই কি প্রতিযোগিতার অধিক উপযোগী নয়?[৪০]

সুলাইমান বিন মিহরান রহ. ৭০ বছর জীবন পেয়েছিলেন। এই পুরো সময়ে কখনো তার থেকে তাকবিরে উলা বাদ যায়নি।[৪১]

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি দয়া করুন। আমাদের কেউ কেউ তো পুরা বছরে মাত্র দুই-একবার তাকবিরে উলা পায়। ইমামের নামাজ শেষ হলে পেছনে ফিরে দেখুন, পূর্ণ নামাজ পেয়েছে—এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য।

সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!?

উসাইদ বিন জাফর রহ. বলেন, 'আমি আমার চাচার থেকে কখনো তাকবিরে উলা ছুটতে দেখিনি। আর আমাদের মসজিদের সামনে কোনো ভিক্ষুক

---

৩৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/১৬৩
৩৯. সুরা আল-মুতাফফিফিন : ২৬
৪০. ফি জিলালিল কুরআন : ২/৩৮৬০
৪১. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/১৫৪

www.QuranerAlo.net

দাঁড়িয়েছে আর তিনি তাকে দান করেননি—এমনও কখনো দেখিনি।'[৪২]

ওয়াকি বিন জাররাহ রহ. বলেন, 'প্রায় ৭০ বছর যাবৎ আমাশ রহ. থেকে কখনো তাকবিরে উলা বাদ যায়নি।'[৪৩]

এ ছাড়াও সালাফের কারও কারও ব্যাপারে বর্ণিত আছে, ৪০ বছরে শুধু একদিন তার তাকবিরে উলা ছুটে গিয়েছিল। তাও আবার ওজরের কারণে।

ইবনে সুমাআহ রহ. বলেন, 'আমার ৪০ বছরে আমার মায়ের মৃত্যুর দিন ছাড়া কোনোদিন তাকবিরে উলা ছোটেনি।'[৪৪]

নামাজের ব্যাপারে সালাফের যখন এতই গুরুত্ব এবং ইমামের সাথে তাকবিরে তাহরিমা পাঠের ব্যাপারে যখন তারা এতটাই যত্নশীল, তখন ইবরাহিম নাখয়ি রহ.-এর এ কথায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, তিনি বলেন, 'যখন তুমি কাউকে প্রথম তাকবির পাওয়ার ব্যাপারে অবহেলা করতে দেখো, তখন তার থেকে হাত ধুয়ে নাও।'[৪৫]

ইবরাহিম তাইমি রহ. এই বিষয়টিকে আরও গুরুত্ব দিয়েছেন এবং অভিন্ন কথা বলে তার বন্ধুর সত্যায়ন করেছেন। তিনি বলেন, 'যখন তুমি কাউকে প্রথম তাকবির পাওয়ার ব্যাপারে অবহেলা করতে দেখো, তখন তার থেকে হাত ধুয়ে নাও।'[৪৬]

সালাফে সালিহিন এ বিষয়টির খুবই গুরুত্ব দিতেন। তাই তারা নামাজের প্রথম তাকবিরের ব্যাপারে অত্যধিক যত্নশীল ছিলেন। সুফইয়ান বিন উয়াইনা রহ. বলেন, 'নামাজের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন হলো, ইকামাত দেওয়ার আগেই নামাজের জন্য উপস্থিত হওয়া।'[৪৭]

---

৪২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৩৭৬
৪৩. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/১৫৪
৪৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১০/৬৪৬
৪৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৫/৬৫
৪৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৫/৬২
৪৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২৩৫

www.QuranerAlo.net

নামাজের ব্যাপারে সীমাহীন আগ্রহ ও গুরুত্বের ফলে তারা এমন কথা বলেছেন। কখনো জামাআত ছুটে গেলে তাদের অবস্থা কেমন হতো একটু দেখুন—

সিরিয়ার বিচারপতি সুলাইমান বিন হামজা মাকদিসি রহ. বলেন, 'আমি জীবনে শুধু দুবার ফরজ নামাজ একাকী পড়েছি। তখন আমার কাছে মনে হয়েছে, আমি যেন নামাজই পড়িনি।' তিনি এ কথা যখন বলেন, তখন তার বয়স ৭০ ছুঁইছুঁই।[৪৮]

এ বিশাল প্রতিদান ও কল্যাণ ছুটে গেলে তারা ব্যথিত হতেন। মুহাম্মাদ বিন মুবারক আস-সুরি রহ. বলেন, 'সাইদ বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর জামাআত ছুটে গেলে তিনি কাঁদতেন।'[৪৯]

আমরা পার্থিব যেসব বিষয়ের পেছনে দৌড়ে হাঁপিয়ে উঠি এবং যেসব কারণে অনেক সময় নামাজকে বিলম্ব করি, তার কিছুই তাদের নিকট জামাআতের বরাবর ছিল না। মাইমুন বিন মিহরান মসজিদে আসলে তাকে বলা হলো, 'মানুষ নামাজ শেষ করে চলে গেছে।' তা শুনে তিনি বললেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। জামাআতে নামাজ পড়া আমার কাছে ইরাকের নেতৃত্ব পাওয়ার চেয়েও প্রিয়তর।'[৫০]

বর্তমান যুগে আমাদের অনেকেরই সামান্য অজুহাত ও পার্থিব ছোটখাটো ব্যস্ততার কারণে জামাআত ছুটে যায়। এসব কোনো উল্লেখযোগ্য কারণও নয়। যদি ইরাকের কর্তৃত্ব পাওয়ার বিষয় হতো, তাহলে আমাদের অবস্থা কেমন হতো!?

সালাফের যখন জামাআত ছুটে যেত, তখন অন্য কোনো নেক কাজের মাধ্যমে তারা এর ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করতেন। তাদেরই একজন হলেন ইবনে উমর রা.। তিনি যেদিন ইশার নামাজের জামাআত পেতেন না, সেদিন সারা রাত আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন।

---

৪৮. কোনো এক শাইখ বর্ণনা করেন যে, জীবনে তাঁর শুধু একবার জামাআত ছুটেছে, যখন তাঁর বয়স নয় বছর। কিন্তু তিনি এটাকেই মনে করেছেন যে, তিনি সালাতই আদায় করেননি।

৪৯. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/২১৯

৫০. মুকাশাফাতুল কুলুব : ৩৬৪

www.QuranerAlo.net

প্রিয় ভাই আমার,

এ সকল শ্রেষ্ঠ মানুষের নিকট জামাআতে নামাজ পড়া ছিল মহান একটি আমল। তাদের নিকট জামাআত ছুটে যাওয়া প্রিয়জন হারিয়ে যাওয়ার মতো কষ্টকর ছিল। কারণ, তারা এর মহত্ত্ব ও গুরুত্ব বুঝতেন। হাতিম আল-আসাম রহ. বলেন, 'একদিন আমার এক ওয়াক্ত নামাজের জামাআত ছুটে গেলে কেবল আবু ইসহাক বুখারি রহ. আমাকে সান্ত্বনা দিলেন; অথচ যদি আমার সন্তান মারা যেত, তাহলে দশ হাজারেরও অধিক মানুষ আমাকে সান্ত্বনা দিত। কারণ, মানুষের নিকট দ্বীনি মুসিবত দুনিয়াবি মুসিবতের তুলনায় তুচ্ছ!'[৫১]

তার এই কথাটি বিরল ও অমূল্য একটি বাণী : প্রিয়জন বা আত্মীয়-স্বজন হারালে অনেক মানুষই সান্ত্বনা দিতে আসে, কিন্তু যদি দ্বীনি কোনো বিষয় ছুটে যায়, তখন কেউ সান্ত্বনা দিতে আসে না।

হে আল্লাহ, দ্বীনি বিষয়ে আমাদের পরীক্ষায় ফেলবেন না এবং দুনিয়াকে আমাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু বানাবেন না।

ইউনুস বিন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, 'একটি মুরগি পাওয়ার জন্য যদি আমার নামাজ ছুটে যায়, তাহলে সে মুরগি পেয়ে আমার কী লাভ হবে?'[৫২]

আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন, যারা নিজ পেশা নিয়ে খুব চিন্তিত। নিজের পজিশন বৃদ্ধির চিন্তায় বিভোর। সে নিজের পদোন্নতির অপেক্ষায় থাকে। আর সে জন্য রাতের পর রাত জেগে থাকে এবং খুব কমই ঘুমায়। দিনের বেলায় ব্যস্ততায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে—এখানে-ওখানে প্রতিটি ঘাটে সে খুব উদ্যম ও তৎপরতার সাথে ঘুরে বেড়ায়। ফলে তার জামাআত ছুটে যায়। কিন্তু তার মাঝে জামাআত ছুটে যাওয়ার কোনো কষ্ট অনুভূত হয় না। এদের অনেকেই তো দুনিয়াবি ব্যস্ততা এবং পার্থিব প্রয়োজনকেই জামাআত ছুটে যাওয়ার অজুহাত হিসেবে পেশ করে!

---

৫১. মুকাশাফাতুল কুলুব : ৩৬৪
৫২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/১৯, সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৩০৭

www.QuranerAlo.net

প্রিয় ভাই আমার,

তুমি যদি মুয়াজ্জিনের আজানের উত্তর দিয়ে বিছানা ছেড়ে দ্রুত উঠে পড়ো, ঘুমের স্বাদ আর বিছানার কোমলতা পরিত্যাগ করো, অতঃপর ফজরের নামাজ আদায় করার উদ্দেশে ধীরস্থিরভাবে কদম ফেলে এগিয়ে যাও এবং শীতের মৌসুমে অন্ধকার রজনীতে মসজিদ পানে ছুটে যাও, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে কীভাবে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করবেন? অবশ্যই তিনি তোমার কদমসমূহ লিখে রাখবেন। এ ছাড়াও উম্মাহর নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশাল এক পুরস্কারের ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন তোমার জন্য। তিনি বলেন :

بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'অন্ধকার রজনীতে মসজিদে গমনকারীদের কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নুরের সুসংবাদ দাও।'[৫৩]

শয়তানকে তোমার ওপর বিজয়ী হতে দিয়ো না এবং নামাজে দাঁড়ানোর ব্যাপারে দ্বিধায় পোড়ো না। বরং ছুটে চলো আসমান ও জমিনসম প্রশস্ত জান্নাতের দিকে, যা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যেখানে রয়েছে এমন নয়নাভিরাম নিয়ামতসমূহ, যা কোনো চোখ কখনো অবলোকন করেনি, কোনো কান কখনো শোনেনি এবং মানুষের হৃদয় যা কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

আল্লাহ তাআলা তোমার নেক লক্ষ্য পূরণ করুন এবং জান্নাতকে তোমার আবাস বানিয়ে দিন।

প্রিয় মুসলিম ভাই আমার,

সালাফের কাঁধে বিভিন্ন গুরুদায়িত্বের ভার থাকা সত্ত্বেও ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি তাদের গুরুত্বে এতটুকু কমতি ছিল না। কাজি আবু ইউসুফ রহ.-কে দেখো। তিনি বিচারকের গুরুদায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও দৈনিক দু শ রাকআত নামাজ পড়তেন।[৫৪]

---

৫৩. সুনানুত তিরমিজি : ২২৩, সুনানু আবি দাউদ : ৫৬১
৫৪. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/২৯৩

www.QuranerAlo.net

খলিফাতুল মুসলিমিন হারুনুর রশিদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেও দৈনিক একশ রাকআত নফল নামাজ পড়তেন। দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের আগ পর্যন্ত তার এই আমল অব্যাহত ছিল। তবে কখনো কখনো অসুস্থতার কারণে ছুটে যেত।[৫৫]

সালাফের নিকট মসজিদ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক স্থান। কারণ, এটি ছিল ইবাদতের জায়গা। আতা বিন ইয়াসার রহ. যখন কাউকে মসজিদে বেচাকেনা করতে দেখতেন, তিনি তাকে বলতেন, 'মসজিদ হলো আখিরাতের ব্যবসার জায়গা। সুতরাং তুমি যদি দুনিয়া চাও, তাহলে দুনিয়ার বাজারে চলে যাও।'

ইবাদতের প্রতি আমাদের উদাসীনতা ও অলসতা দেখে জনৈক কবি খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন :

أيا عجبا كيف يعصى الإله *** أم كيف يجحده جاحد
ولله في كل تحريكة *** وفي كل تسكينة شاهد
وفي كل شيء له آية *** تدل على أنه واحد

'হায় আশ্চর্য, কীভাবে কেউ আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করে! অথবা কোনো অস্বীকারকারী কীভাবে তাঁকে অস্বীকার করে! অথচ প্রতিটি নড়াচড়া ও স্থিরতায় আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সাক্ষী রয়েছেন। আর প্রতিটি বস্তুর মাঝে এমন কোনো নিদর্শন রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার একত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে।'[৫৬]

আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া

নামাজের ব্যাপারে সালাফের যত্নশীলতার কারণে তারা নামাজের রুকন, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুসতাহাবসমূহও পূর্ণভাবে আদায় করতেন।

তারা নামাজে দাঁড়াতেন আল্লাহ তাআলার সামনে বিনয়ী হয়ে, হৃদয়কে উপস্থিত রেখে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহে চিন্তাভাবনা করে। আল্লাহ তাআলা তাদের নামাজের প্রশংসা করে বলেন :

---

৫৫. তারিখু বাগদাদ : ৬/১৪
৫৬. তারিখু বাগদাদ : ৬/২৫৩

www.QuranerAlo.net

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

'যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্র।'[৫৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمْنُهَا سُبْعُهَا سُدْسُهَا خُمْسُهَا رُبْعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا

'মানুষ (নামাজ পড়ে) ফিরে যায়, কিন্তু তার জন্য নামাজের এক-দশমাংশ, এক-নবমাংশ, এক-অষ্টমাংশ, এক-সপ্তমাংশ, এক-ষষ্ঠাংশ, এক-পঞ্চমাংশ, এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক লিপিবদ্ধ করা হয়।'[৫৮]

উমর বিন খাত্তাব রা. মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বললেন, 'কোনো মানুষ ইসলামের ওপর বৃদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সে আল্লাহ তাআলার জন্য কোনো নামাজ পূর্ণভাবে আদায় করে না।' তাকে বলা হলো, 'এটি কীভাবে?' তিনি বললেন, 'সে নামাজের খুশু-খুজু তথা বিনয় ও একাগ্রতা রক্ষা করে না এবং যথাযথভাবে আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোযোগী হয় না।'[৫৯]

ইসলামের শুরু যুগের ব্যাপারে উমর রা. এমন কথা বলেছেন, তাহলে আমাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য কেমন হতো, তা সহজেই অনুমেয়।

আল্লাহ তাআলা যাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন, তারা ব্যতীত অধিকাংশ মানুষ নামাজে দাঁড়িয়ে দুনিয়াবি বিষয়ের চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়ে। দেহ তো নামাজে দণ্ডায়মান, কিন্তু মন দুনিয়ার বাজার ও অলিগলিতে ঘুরে বেড়ায়—দুনিয়ার বেচাকেনা ও লাভ-লোকসানের ফিকিরে মত্ত হয়ে থাকে। কোনো অজুহাত নয়, একমাত্র অবহেলাই এর কারণ।

হাসান রহ. বলেন, 'আমির বিন আব্দে কাইসের নিকট তারা নামাজের মধ্যে মনে দুনিয়াবি চিন্তা আসার কথা বলল। তিনি বললেন, "নামাজের মধ্যে

---

৫৭. সুরা আল-মুমিনুন : ২
৫৮. সুনানু আবি দাউদ : ৭৯৬
৫৯. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ১০/২০২

www.QuranerAlo.net

তোমাদের মনে কি এসব চিন্তা আসে?" তারা বলল, "হ্যাঁ।" তখন তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, নামাজে এমন চিন্তা আসা আমার কাছে আমার সব দাঁত পেটের ভেতর আসা-যাওয়া করা থেকে অধিক প্রিয়।"'[৬০]

আসলে যারা আল্লাহ তাআলার হক সম্পর্কে জানে এবং যথাযথভাবে নামাজ পড়ে, তাদের বাস্তবতা এমনই। হাম্মাদ বিন সালামা রহ. বলেন, 'আমি জাহান্নামের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি নামাজে দাঁড়াই।'[৬১]

হে ভাই, যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভয় নিয়ে নামাজ পড়বে, তার নামাজ কেমন হবে? নিশ্চয় তার নামাজ হবে আল্লাহ তাআলার আজাবের ভয় এবং বিনিময়ের প্রত্যাশা মিশ্রিত। তার নামাজ হবে এমন ব্যক্তির নামাজের মতো, যে নামাজ পড়েই দুনিয়াকে বিদায় জানাতে চলেছে। তার নামাজ হবে এমন ব্যক্তির নামাজের মতো, যে নিজ কর্মের মাধ্যমে আখিরাতের কল্যাণের প্রত্যাশা রাখে।

মুআজ বিন জাবাল রা. কর্তৃক তাঁর ছেলেকে দেওয়া উপদেশটি শুনে নাও। তিনি বলেন, 'হে বৎস, যখন নামাজ পড়বে, তখন মনে করবে, এটাই তোমার শেষ নামাজ। মনে কোরো না যে, তুমি পুনরায় নামাজ পড়তে পারবে। হে বৎস, জেনে রেখো, মুমিন দুটি নেকির মাঝে ইনতিকাল করে—যে নেকি সে অগ্রে পাঠিয়ে দেয় এবং যা পশ্চাতে রেখে যায়।'[৬২]

হায়, যদি আমাদের প্রত্যেকেই এ অনুভূতি নিয়ে নামাজে দাঁড়াতাম এবং পূর্ণরূপে নামাজে মনোনিবেশ করতে পারতাম, যেমনটা আল্লাহ তাআলা আবশ্যক করে দিয়েছেন!

নামাজের প্রতি আগ্রহী হওয়া এবং পূর্ণরূপে নামাজ পড়ার ব্যাপারে বকর আল-মুজানি রহ. বলেন, 'যদি তুমি কোনো নামাজের মাধ্যমে উপকৃত হতে চাও, তাহলে মনে করো, এটিই তোমার জীবনের শেষ নামাজ।'[৬৩]

---

৬০. আজ-জুহদ, ইমাম আহমাদ : ৩২১
৬১. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/২১৯
৬২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/৪৯৬
৬৩. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ৪৬৬

www.QuranerAlo.net

যদি আমরা এই নীতির ওপর চলতাম, তবে আমাদের অবস্থার পরিবর্তন হতো এবং সকল বিষয় পরিশুদ্ধ হয়ে যেত, আর নামাজও সঠিক হতো। কারণ, নামাজ একজন মুসলিমের দুনিয়া থেকে আখিরাতের পথে যাত্রার পাথেয় এবং কিয়ামতের দিন প্রথমে এ ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করা হবে।

সুফইয়ান সাওরি রহ. বলেন, 'যদি তুমি মানসুর বিন মুতামির রহ.-এর নামাজ দেখতে, তবে মন্তব্য করতে, উনি এক ঘণ্টার মাঝেই ইনতিকাল করতে যাচ্ছেন।'[৬৪]

নামাজের ব্যাপারে অত্যধিক যত্নশীল হওয়া এবং যথাযথ হকের প্রতি লক্ষ রেখে নামাজ আদায়ের কারণে তারা এমন ছিলেন। প্রতি নামাজে যার এমন অভ্যাস থাকবে, অবশ্যই তার জীবনে এমন একটি নামাজও আসবে, যার পরে বাস্তবেই আর কোনো নামাজ পড়ার সুযোগ তার হবে না। ফলে ইনশাআল্লাহ সে ভালো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, 'তুমি যতক্ষণ নামাজে থাকো, ততক্ষণ মহান মালিকের দরজায় করাঘাত করতে থাকো। আর যে মালিকের দরজায় করাঘাত করে, তার জন্য একসময় অবশ্যই দরজা খুলে দেওয়া হবে।'[৬৫]

কারণ, আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির প্রতি খুবই দয়া ও অনুগ্রহ করেন, যে তাঁর আনুগত্য করে, তাঁর ডাকে সাড়া দেয় এবং তাঁর নাফরমানি থেকে বিরত থাকে।

শুবরুমাহ রহ. বলেন, 'আমরা এক সফরে কুরজ হারিসি রহ.-এর সাথে ছিলাম। কোনো জায়গায় আমরা যাত্রাবিরতি করতে চাইলে তিনি চারদিকে নজর বুলিয়ে নিতেন। আশপাশে পছন্দনীয় কোনো জায়গা দেখতে পেলে সেখানে গিয়ে আমাদের বিশ্রাম শেষ হওয়া পর্যন্ত নামাজ পড়তে থাকতেন।'[৬৬]

এর কারণ হলো, তাঁর হৃদয় সব সময় ইবাদতের প্রতি ঝুলে থাকত। এবং তিনি যেকোনো অবসর সময়কে গনিমত মনে করতেন। তাঁর পুরো সময়টিই ছিল ইবাদত আর সাধনায় পূর্ণ।

---

৬৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১১৪
৬৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/৪১৫
৬৬. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১২০

www.QuranerAlo.net

আসলে প্রত্যেক মানুষকে এমনই হওয়া উচিত। কারণ, মানুষের জীবনে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুক করার সময় নেই। তার জীবন যে সীমাবদ্ধ আর শ্বাস-প্রশ্বাসগুলো নির্ধারিত।

নির্ধারিত কিছু দিন আর সীমাবদ্ধ জীবনকে ইবাদতের কাজে লাগিয়ে আমাদের সালাফ আখিরাত অর্জন করেছেন এবং এ সময়ে তারা সর্বাত্মক সাধনা করেছেন। তারা আল্লাহর কাছে থাকা প্রতিদানের আশায় ব্যাকুল ছিলেন। তাদের পুরো জীবনই ইবাদত ও আনুগত্যে পূর্ণ ছিল। সততা ও আল্লাহভীতি ছিল পূর্ণমাত্রায়। আমির বিন আব্দুল্লাহকে বলা হলো, 'আপনি কি নামাজের ভেতর মনে মনে কিছু ভাবেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ভাবি, একদিন আমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং জান্নাত বা জাহান্নাম—এ দুইয়ের কোনো একটিতে আমাকে যেতে হবে।'[৬৭]

এবার আমাদের অবস্থার দিকে একটু নজর দাও। নামাজের মধ্যে আমরা কী ভাবি?

নামাজের মধ্যে অত্যধিক কল্পনা ও চিন্তার কারণে তো আমাদের নামাজ এলোমেলো হয়ে যায়। কখনো এসব পার্থিব চিন্তাভাবনা পুরো নামাজ জুড়েই বহাল থাকে। মনে হয় যে, নামাজ হলো কল্পনা আর চিন্তাভাবনার এক মোক্ষম সময়। নামাজে ক্রয়-বিক্রয় বেড়ে যায়। লাভক্ষতির হিসাব-নিকাশও বেশ করা হয়। অনেকে আছে যারা নামাজের মধ্যে কোথাও সফর করে আবার ফিরেও আসে। অথচ সে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যদি তার এ দাঁড়ানোটা কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির সামনে হতো, তাহলে দেখা যেত, সে পূর্ণ আদবের সাথে চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনত। কোনো ধরনের অমনোযোগিতা তার মধ্যে আসত না। কিন্তু নামাজের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কুমন্ত্রণা বা কল্পনা-জল্পনাহীন যথাযথভাবে নামাজ পড়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অবশ্য আল্লাহ তাআলা যার প্রতি দয়া করেছেন, তার কথা ভিন্ন। তবে এমন লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম।

প্রিয় ভাই, যে বান্দার সকাল-সন্ধ্যার একমাত্র চিন্তা হয় আল্লাহ তাআলা, আল্লাহ তাআলা তার সকল প্রয়োজনের দায়িত্ব নিয়ে নেন এবং দুশ্চিন্তার

---

৬৭. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ১/২০২

www.QuranerAlo.net

সকল বোঝা তার থেকে দূর করে দেন। আল্লাহ তাআলা বান্দার হৃদয়কে তাঁর ভালোবাসা, জবানকে তাঁর জিকির এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তাঁর আনুগত্যের জন্য অবসর করে দেন। আর যদি বান্দার সকাল-সন্ধ্যার একমাত্র চিন্তা হয় দুনিয়া, তাহলে আল্লাহ তাআলা চিন্তা ও পেরেশানির বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দেন এবং তার দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত করে দেন। ফলে তার হৃদয় আল্লাহর মহব্বত ছেড়ে মাখলুকের মহব্বতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, জিহ্বা আল্লাহর জিকির বাদ দিয়ে মাখলুকের আলোচনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে মাখলুকের খিদমত ও আনুগত্যে ব্যবহৃত হতে থাকে। ফলে সে গাইরুল্লাহর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়।[৬৮]

আবু আব্দুর রহমান আইদি বলেন, 'আমি সাইদ বিন আব্দুল আজিজকে বললাম, "নামাজ পড়ার সময় আপনার কান্নার কারণ কী?" তিনি বললেন, "হে আমার ভাতিজা, এ ব্যাপারে তোমার প্রশ্ন করার কারণ কী?" আমি বললাম, "হয়তো আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে আমার কোনো উপকার করবেন।" তিনি বললেন, "আমি জাহান্নামের কথা চিন্তা করে প্রতিটি নামাজে দাঁড়াই।"'[৬৯]

এ কারণেই আসিম বিন আবুন নাজুদ রহ. যখন নামাজ পড়তেন, তখন খুঁটির মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি জুমআর দিনে আসর পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করতেন। তিনি ছিলেন (তখনকার) শ্রেষ্ঠ আবিদ। সব সময় নামাজ পড়তেন। প্রয়োজনের জন্য মসজিদের বাইরে যেতেন। তখন কোনো মসজিদ দৃষ্টিগোচর হলে বলতেন, 'আমাদের টেনে নাও। কারণ, আমাদের প্রয়োজনগুলো একদম ফুরোতে চায় না।' এ বলে তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং নামাজ পড়তেন।

তিনি এখন আমাদের মাঝে নেই। তার মতো তার সেই মহান গুণটিও আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছে। এখন আমরা আমাদের সকাল-সন্ধ্যা কেবল পার্থিব প্রয়োজন সারার জন্যই ব্যয় করি। অথচ এসবও আমাদের সাথে মরে যাবে। আমাদের মৃত্যুর পরেও যা বাকি থাকবে, তার জন্য আমরা কিছুই করি না।

---

৬৮. আল-ফাওয়ায়িদ : ১১০

৬৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৫/২৫৯

www.QuranerAlo.net

মানুষ শুধু দুনিয়ার পেছনে ছুটতে থাকে। একপর্যায়ে মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময় এসে উপস্থিত হয়; আর সে দুনিয়ার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে হাঁপিয়ে ওঠে এবং দুনিয়ার ধ্বংসাবশেষের পেছনে চলতে থাকে। অথচ মৃত্যুর পর তার জন্য তার নেক আমল ছাড়া কিছুই বাকি থাকবে না।

কাসিম বিন মুহাম্মাদ রহ. বলেন, 'আমি প্রতিদিন সকালবেলা আয়িশা রা.-এর নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম দিতাম। একদিন সকালবেলায় তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি চাশতের নামাজ পড়ছেন আর এই আয়াত পাঠ করছেন :

فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ

> 'অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন।'[৭০]

তিনি কেঁদে কেঁদে দুআ করছিলেন আর বারবার এই আয়াত পাঠ করছিলেন। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হলাম, কিন্তু তিনি আপন অবস্থায় বহাল রইলেন। এ অবস্থা দেখে আমি বাজারে চলে গেলাম এবং তাকে বলে গেলাম, 'আমি আমার প্রয়োজন সেরে আবার আসব।' তারপর আমি গিয়ে আমার প্রয়োজন সেরে চলে এলাম, কিন্তু তিনি তখনও আগের মতো একনাগাড়ে সেই আয়াত পাঠ করছিলেন আর কাঁদছিলেন।'[৭১]

চাশতের সুন্নাত

বর্তমান যুগে অধিকাংশ মানুষ চাশতের এ সুন্নাতের ব্যাপারে গাফিল। খুব কম মানুষই তা আদায় করে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু হুরাইরা রা.-কে এ ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন, আবু হুরাইরা রা. বলেন :

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ

---

৭০. সুরা আত-তুর : ২৭
৭১. ইইইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/৪৩৬

www.QuranerAlo.net

'আমার প্রিয় বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেছেন : (এক) প্রতিমাসে তিন দিন রোজা রাখা, (দুই) চাশতের নামাজ পড়া এবং (তিন) বিতরের নামাজ পড়ে ঘুমানো।'[৭২]

বর্তমানে আমাদের যারা ফজরের নামাজের প্রতি যত্নশীল, তাদেরকেও দেখা যায়, ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত এত বিশাল সময়ে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে না। অথচ এ সময়টি অনেক দীর্ঘ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় দুনিয়াবি ব্যস্ততার কারণে আখিরাতের কথা স্মরণই হয় না।

নামাজে সালাফের খুশু-খুজু

নামাজের প্রতি আগ্রহ, দ্রুত নামাজের জন্য ছুটে যাওয়া এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে নামাজকে যথাযথভাবে আদায় করা হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা এবং তাঁর সাক্ষাতের প্রতি আগ্রহী হওয়ার নিদর্শন। আর নামাজ থেকে বিমুখ থাকা, অলসতা বা বিলম্ব করা এবং বিনা ওজরে মুসলিমদের সাথে জামাআতে আদায় না করে একাকী আদায় করা আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা শূন্যতা এবং প্রতিদানের প্রতি অনাসক্তির নিদর্শন।[৭৩]

এ ক্ষেত্রে সালাফে সালিহিন কেমন ছিলেন, তা দেখে নিই—

মাইমুন বিন হাইয়ান রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি মুসলিম বিন ইয়াসারকে কখনো নামাজে এদিক সেদিক তাকাতে দেখিনি। একদা মসজিদের একপ্রান্ত ধসে পড়ল। ফলে বাজারের লোকজন তাঁর মৃত্যুর আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়ল। কারণ, তিনি মসজিদে নামাজরত ছিলেন। কিন্তু তিনি সেদিকে ফিরেও দেখলেন না।'[৭৪]

খালাফ বিন আইয়ুব রহ.-কে প্রশ্ন করা হলো, 'আপনি নামাজে মশা তাড়িয়ে দেন না কেন? আপনার কি মশার কামড়ে কষ্ট হয় না?' তিনি বললেন, 'যা

---

৭২. সহিহুল বুখারি : ১৯৮১
৭৩. সালাতুল জামাআহ
৭৪. কিতাবুজ জুহদ : ৩৫৯

www.QuranerAlo.net

আমার নামাজ বিনষ্ট করে তার প্রতি আমি মনোনিবেশ করি না।' তাকে বলা হলো, 'আপনি সবর করেন কীভাবে?' বললেন, 'আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, ফাসিকরা বাদশাহর বেত্রাঘাতে সবর করে। ফলে তাদের শ্রেষ্ঠ সবরকারী বলা হয় এবং তারা এতে গর্ববোধ করে। তাহলে আমার রবের সামনে দাঁড়িয়ে আমি কীভাবে মশা তাড়ানোর জন্য নড়াচড়া করতে পারি?!'[৭৫]

ইবনে জুবাইর রা.-কে নামাজে দাঁড়ালে বিনয়ের কারণে খুঁটির মতো নিশ্চল মনে হতো।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে বেশি বেশি নামাজ পড়ার কারণে 'ওয়াতাদ' (খুঁটি) বলা হতো।[৭৬]

সালাফে সালিহিন সব সময় ইবাদতে ব্যস্ত থাকতেন এবং অধিক পরিমাণে নামাজ পড়তেন।

উজির আবু উবাইদুল্লাহ'র নাতি সুলাইমান বলেন, 'আমার দাদা এত অধিক হারে নামাজ পড়তেন যে, দুটো জায়নামাজ জীর্ণ করে ফেলেছিলেন। তৃতীয় জায়নামাজটিরও হাঁটু, কপাল ও হাত রাখার স্থান জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি প্রতিদিন পাঁচ হাজার মানুষের আহারের ব্যবস্থা করতেন। যখন সচ্ছলতা আসলো, তখন দশ হাজার মানুষকে আহার করাতেন।'

পার্থিব কোনো ব্যস্ততা তাদের নামাজ থেকে গাফিল করে রাখত না। তাদের আর রবের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকও ছিল না। তাদের জাগ্রত সময়টা কাটত নামাজ ও আল্লাহর কাছে বিনীত অবস্থায়।

আবু আব্দুল্লাহ নাব্বাহি রহ. একদা তরতুসের লোকদের নিয়ে জামাআতে নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় যুদ্ধে বের হয়ে যাওয়ার আহ্বান করা হলো। কিন্তু তিনি নামাজকে দ্রুততার সাথে শেষ করলেন না। যখন নামাজ শেষ হলো, লোকজন বলল, 'আপনি নিশ্চয় কোনো (শত্রুদলের) গুপ্তচর।' তিনি বললেন, 'কেন?' তারা বলল, 'যুদ্ধে বের হওয়ার ব্যাপারে চিৎকার করে আওয়াজ দেওয়া হলো, অথচ আপনি নামাজকে দ্রুত শেষ করলেন না।' তিনি

---

৭৫. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ১/১৭৯
৭৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৬/৪০০

www.QuranerAlo.net

বললেন, 'কেউ নামাজ পড়ছে, আর তার কানে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও আওয়াজ প্রবেশ করবে, তা তো আমি ধারণাই করতে পারি না।'[৭৭]

এদের অবস্থা এমনই ছিল, যেমনটি ইবনে রজব রহ. তার কিতাব 'লাতায়িফুল মাআরিফ'-এ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'যখন একদল লোক এ আয়াতদুটি শ্রবণ করল—

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

"সুতরাং তোমরা কল্যাণকর্মে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও।"[৭৮]

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

"তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং আসমান-জমিনসম প্রশস্ত জান্নাতের দিকে ছুটে যাও।"[৭৯]

তখন তারা বুঝে নিল যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদের প্রত্যেককেই এই মর্যাদা অর্জনে অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে হবে এবং এ মহান স্তর লাভে খুব দ্রুত ছুটে যেতে হবে। তাদের কেউ যখন অন্য কাউকে এমন কোনো আমল করতে দেখতেন, যা তিনি করতে পারছেন না, তখন চিন্তিত হয়ে যেতেন, এ ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে। তাদের প্রতিযোগিতা ছিল আখিরাতের কর্মের ব্যাপারে। কিন্তু তাদের পরে এমন এক সম্প্রদায়ের আগমন ঘটল, যারা তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। নতুন সে প্রজন্ম নিকৃষ্ট এ দুনিয়া ও তার ক্ষণস্থায়ী বিষয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে।'

আবু তালহা রা. নিজের একটি প্রাচীরবেষ্টিত বাগানে নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় কালো রঙের একটি পাখি উড়ে এসে সেখানে আবদ্ধ হয়ে পড়ল এবং বের হওয়ার পথ খুঁজতে লাগল। এতে আবু তালহা রা.-এর দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য সেদিকে আকৃষ্ট হলো। ফলে তিনি নামাজের রাকআত সংখ্যা ভুলে গেলেন।

---

৭৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪/২৭৯
৭৮. সুরা আল-বাকারা : ১৪৮
৭৯. সুরা আলি ইমরান : ১৩৩

www.QuranerAlo.net

তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এই 'ফিতনা'র কথা জানিয়ে বললেন, 'এই বাগানটি আমি আল্লাহর রাস্তায় সদাকা করে দিলাম। আপনি যেখানে ইচ্ছে সেখানে তা ব্যয় করুন।'[৮০]

উসমান রা.-এর যুগে জনৈক লোক নিজের কোনো এক বাগানে নামাজ পড়ছিলেন। সেখানের খেজুর বৃক্ষগুলো ফলে ফলে পূর্ণ ছিল। তিনি সেদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং নামাজ কত রাকআত আদায় করেছেন, তা ভুলে গেলেন। এরপর উসমান রা.-কে এ কাহিনি বর্ণনা করে বললেন, 'এটি আমি সদাকা করে দিলাম। আপনি তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের জন্য নিয়ে নিন। ফলে উসমান রা. তা বিক্রি করে দিলেন। যার মূল্য ছিল পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা।'[৮১]

তারা এমন মহৎ কাজ করতে পেরেছেন কেন? কারণ, তাদের হৃদয়ে ছিল নামাজের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব।

হে ভাই, দুনিয়া থেকে আমরা দুই নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে বিদায় গ্রহণ করব—যার একটি আমরা আদায় করেছি এবং অন্যটির অপেক্ষা করছি। তাই প্রত্যেক নামাজের ব্যাপারে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, এ নামাজই আমার জীবনের শেষ নামাজ হতে পারে। তাহলে হয়তো আল্লাহ তাআলা আমাদের ভালো অবস্থায় মৃত্যু দান করবেন, আমাদের নেক কাজগুলো কবুল করে নেবেন এবং নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন।

মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল (ইমাম বুখারি) রহ. কোনো এক রাতে নামাজ পড়ছিলেন, এমন সময় একটি ভিমরুল এসে প্রায় ১৭ বার তাকে দংশন করল। নামাজ শেষ হলে তিনি বললেন, 'তোমরা একটু দেখো তো, কীসে আমাকে কষ্ট দিয়েছে?'[৮২]

এই সবর ছিল তাদের খুশু-খুজুর ফল এবং তাদের রবের সাথে গোপন আলাপচারিতার অব্যক্ত স্বাদের প্রতিফলন। আবু নসর আল-ফারাদিস রহ.

---

৮০. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ১/১৯৪
৮১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ১/১৯৪
৮২. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১২/৪৪১

www.QuranerAlo.net

সাইদ বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর ব্যাপারে বলেন, 'তিনি নামাজ পড়ার সময় আমি চাটায়ের ওপর টপটপ করে তার অশ্রু ঝরে পড়ার আওয়াজ শুনতে পেতাম।'[৮৩]

কিন্তু বর্তমানে আমাদের হৃদয়গুলো এতই শক্ত হয়ে পড়েছে যে, রমাজান ছাড়া অন্য কোনো সময় আমাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে না। তাও বা কজনের ঝরে। এই হাতে গোনা কয়েকজনের। কিন্তু সালাফের হৃদয়গুলো ছিল কোমল, যেগুলো তাদের রবের সামনে অবনত হতো এবং তাদের কপাল তাঁর সামনে সিজদাবনত হয়ে পড়ত।

তাদের বয়সের আধিক্য কিংবা দৈহিক দুর্বলতা আল্লাহর সামনে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা থেকে প্রতিবন্ধক হতো না। আবু ইসহাক সাবিয়ি রহ. বলেন, 'এখন কি আর আগের মতো দীর্ঘ সময় ধরে নামাজ পড়তে পারি! এখন দুর্বল হয়ে পড়েছি, শরীরের হাড়-পাঁজর দুর্বল হয়ে গেছে। তাই এখন নামাজে কেবল সুরা বাকারা আর সুরা আলে ইমরান তিলাওয়াত করি!'

আবু ইসহাক সাবিয়ি রহ. যখন এতটা দুর্বল হয়ে পড়লেন যে, তিনি নিজে থেকে দাঁড়াতে পারতেন না। সে সময়ে তার নামাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে আবুল আলা আবদি রহ. বলেন, 'আবু ইসহাক সাবিয়ি রহ. এতটা দুর্বল হয়ে পড়লেন যে, তিনি নিজে থেকে দাঁড়াতে পারতেন না। তবে যখন লোকজন তাকে ধরে নামাজের জন্য দাঁড় করিয়ে দিতেন, তখন তিনি দাঁড়ানো অবস্থাতেই এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করতেন।'[৮৪]

আতা বিন আবু রবাহ রহ.-এর ব্যাপারে ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন, 'আমি আতা রহ.-এর সাথে ১৮ বছর অবস্থান করেছি। বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে সুরা বাকারার দু শ আয়াত পাঠ করতেন। এ থেকে কিছুই ছুটে যেত না এবং তিনি সামান্যও নড়াচড়া করতেন না।'[৮৫]

---

৮৩. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/২১৯
৮৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১০৫
৮৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৫/৮৭

www.QuranerAlo.net

এখানে তিনটি বিষয় একত্রিত হয়েছে : অধিক বয়স, দুর্বলতা ও দীর্ঘ সময় ধরে কিরাত পাঠ করা। তদুপরি, তিনি নামাজের প্রতি এত একাগ্র ও বিনয়ী ছিলেন যে, কিরাত থেকে সামান্য অংশ বাদ পড়ত না এবং তিনি সামান্য নড়াচড়াও করতেন না।

দীর্ঘক্ষণ ধরে নামাজ পড়ার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রা. খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে মুসলিম বিন বান্নাক আল-মাক্কি রহ. বলেন, 'ইবনে জুবাইর রা. রুকু করলেন, অতঃপর আমি সুরা বাকারা, আলে ইমরান, নিসা ও মায়িদা তিলাওয়াত করলাম, কিন্তু তখনও তিনি রুকু থেকে মাথা ওঠালেন না।'[৮৬]

ওয়ালিদ বিন আলি রহ.-এর কথা থেকে ইবাদতের ক্ষেত্রে সালাফে সালিহিনের উদ্যমের বিষয়টি আরও দৃঢ় হয়। তিনি বলেন, 'সুওয়াইদ বিন গাফলা রা. রমাজানের কিয়ামুল লাইলে আমাদের ইমামতি করতেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল একশ বিশ বছর।'

মারুফ বিন ওয়াসাল তাইমি রহ. মসজিদে বনি আমর বিন সাদ-এর ইমাম ছিলেন। তিনি প্রতি তিন দিনে কুরআন খতম করতেন; চাই সফরে থাকুক বা বাড়িতে। তিনি ইমামতি করেছেন ৬০ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে কখনো নামাজে ভুল করেননি। কেননা, তার চিন্তা জগতে কেবল নামাজই থাকত।

তালক বিন হাবিব রহ. বলতেন, 'আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর জন্য নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালোবাসি, যতক্ষণ না আমার পৃষ্ঠদেশে ব্যথা অনুভব হয়।' তিনি নামাজে দাঁড়াতেন এবং কুরআনের শুরু থেকে সুরা হিজর পর্যন্ত পাঠ করতেন। এরপর রুকু করতেন।

সাবিত বুনানি রহ. বলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রা. মাকামে ইবরাহিমের পেছনে নামাজ পড়ছিলেন। তাঁকে কেমন যেন সোজা দাঁড়ানো একটি খুঁটি মনে হচ্ছিল। কোনো নড়াচড়া করছিলেন না তিনি।'[৮৭]

আল্লাহ তাআলার কাছেই সকল অভিযোগ! আমাদের জমানায় সবচেয়ে দ্রুত যে বিষয়টি আদায় করা হয়, তা হচ্ছে নামাজ। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ

---

৮৬. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/৩৫৯
৮৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/৩৫৮

www.QuranerAlo.net

তো নামাজের নামে কয়েকটি ঠোকর মারে মাত্র। অনেকের মাঝে নামাজের সে বিনয় পরিলক্ষিত হয় না, যা ওয়াজিব। যারা নামাজ পড়ে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই গুরুত্ব ও আগ্রহ ছাড়া নামাজ আদায় করে।

কিন্তু যদি এ মুসল্লির জীবনের অন্য দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়, তবে দেখা যাবে যে, অর্থ-সম্পদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সে খুবই চিন্তাশীল, আগ্রহী, দৃঢ়তার অধিকারী, সতর্ক এবং ব্যয়ে সিদ্ধহস্ত।

হায়, আমাদের কী হলো, আমরা নামাজের ব্যাপারে এত উদাসীন কেন? নামাজের ওয়াজিবসমূহকে কেন এতটা নষ্ট করছি আমরা!?

যখন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. নামাজে দাঁড়াতেন, তখন তাঁকে নিক্ষিপ্ত কাপড়ের মতো মনে হতো।[৮৮]

সাইদ বিন জুবাইর রা. যখন নামাজে দাঁড়াতেন, তখন তাঁকে একটি খুঁটি মনে হতো।[৮৯]

প্রিয় ভাই, এদের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা?

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রা. যখন রুকু করতেন, তখন শকুনজাতীয় পাখি এসে তাঁর পিঠে বসত। তিনি যখন সিজদা করতেন, তখন তাঁকে একটি নিক্ষিপ্ত বস্ত্রখণ্ডের মতো দেখাত।[৯০]

নামাজে তাদের দৃঢ়তা ও স্থিরতা দেখে আমরা আশ্চর্যান্বিত হই। কারণ, আমাদের বাস্তব জীবনে এমন কাউকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু সালাফে সালিহিনের জীবনে এটা মোটেই আশ্চর্যের কিছু ছিল না।

আম্বাস বিন আকাবা রহ. যখন সিজদা করতেন, তখন চড়ুই এসে তার পিঠে বসে যেত। কারণ তাকে খণ্ডিত প্রাচীর মনে হতো।[৯১]

---

৮৮. কিতাবুজ জুহদ : ২৩১
৮৯. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৭৭
৯০. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/৩৫৯
৯১. কিতাবুজ জুহদ : ৪৯৬

www.QuranerAlo.net

আবু বকর বিন আইয়াশ রহ. বলেন, 'আমি হাবিব বিন আবু সাবিত রহ.-কে সিজদারত অবস্থায় দেখেছি। যদি তুমি তাকে দেখতে তবে মৃত মনে করতে। অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ ধরে সিজদায় পড়ে থাকার কারণে তোমার এমনটাই মনে হতো।'[৯২]

ইবরাহিম তাইমি রহ. যখন সিজদা করতেন, তখন মনে হতো যেন একটি প্রাচীর খণ্ড দাঁড়িয়ে আছে। আর তার ওপর চড়ুই এসে বসত।[৯৩]

ইবনে ওয়াহাব রহ. বলেন, 'আমি হারামের মধ্যে সাওরি রহ.-কে মাগরিবের পর নামাজ পড়তে দেখলাম। তিনি সিজদা করলেন, কিন্তু ইশার আজানের আগ পর্যন্ত মাথা তুললেন না।'[৯৪]

তাদের জন্য জান্নাতের পতাকা তুলে ধরা হলো। তাই সেদিকে তারা ছুটে গেলেন। তাদের নিকট জান্নাতের সঠিক রাস্তাটি স্পষ্ট ছিল, তাই তার ওপর তারা অবিচল ছিলেন এবং তারা বুঝতে পেরেছিলেন, এমন নিয়ামাত— যা কোনো চোখ কখনো অবলোকন করেনি, কোনো কান কখনো শোনেনি, মানুষের হৃদয় যা কখনো কল্পনাও করেনি এবং যা চিরস্থায়ী; কখনো নিঃশেষ হবে না। এমন নিয়ামতসমূহ পার্থিব জীবনের সামান্য বিলাসিতার বিনিময়ে বিক্রি করা হচ্ছে, যা কিছু স্বপ্ন বৈ কিছু নয়। অথবা তা নিছক স্বপ্নে দেখা কোনো ছায়ামূর্তি, যা বিভিন্ন দুঃখ আর যন্ত্রণা নিয়ে উপস্থিত হয়। এসব জিনিস যদিও সামান্য হাসায়, তবে কাঁদায় বহুগুণে। একদিন আনন্দে রাখলে কয়েক মাস পেরেশানিতে রাখে। তার স্বাদ অনুযায়ী কষ্ট বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আনন্দ অনুযায়ী পেরেশানি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তার সূচনাটা ভীতিকর এবং শেষটা ধ্বংসকর। তাই তারা এসবের পেছনে সময় ব্যয় করে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ হাতছাড়া করতে চাননি।

আবু কুতন রহ. বলেন, 'আমি যখনই শোবা বিন হাজ্জাজকে রুকু অবস্থায় দেখেছি, তখনই (দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকুতে থাকার কারণে) মনে করেছি, তিনি ভুলে গেছেন। অনুরূপভাবে যখনই তিনি সিজদা করতেন, তখন (এত দেরি করতেন যে,) আমি বলতাম, তিনি বোধহয় ভুলে গেছেন।'

---

৯২. আস-সিয়ার : ৫/২৯১
৯৩. আস-সিয়ার : ৫/ ৬১
৯৪. আস-সিয়ার : ৭/২৬৬

www.QuranerAlo.net

আলি বিন ফুজাইল রহ. বলেন, 'আমি সাওরি রহ.-কে সিজদারত দেখলাম। অতঃপর তার মাথা তোলার আগেই কাবাকে আমি পূর্ণ সাতবার তাওয়াফ করলাম।'[৯৫]

প্রিয় ভাই, এদের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা?

موت التقى حياة لا انقطاع لها *** قد مات قوم وهم في الناس أحياء

'তাকওয়াবান ব্যক্তির মৃত্যু মৃত্যু নয়; বরং তা এক অফুরন্ত জীবন। অনেক মানুষ মরে গেছেন ঠিকই, কিন্তু তারা বেঁচে আছেন মানুষের হৃদয়ে।'

নামাজের ব্যাপারে সালাফ এতটা যত্নশীল ও মনোযোগী ছিলেন, তবুও তাদের বিনয় কেমন ছিল দেখো! উসমান বিন আবু দাহরাশ রহ. বলেন, 'আমি যত নামাজ পড়েছি, প্রতিটির ভুলত্রুটি সম্পর্কে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি।'

মুআবিয়া বিন মুররাহ রহ. বলেন, 'আমি ৭০ জন সাহাবির সাথে সাক্ষাৎ করেছি। (তাঁদের নামাজ আর আমাদের নামাজের মধ্যে এতটা তফাত রয়েছে যে,) যদি তাঁরা আজ তোমাদের কাছে আগমন করতেন, তবে তোমাদের মাঝে আজান ছাড়া (তাঁদের সাদৃশ্য) আর কিছুই দেখতেন না।'[৯৬]

মাইমুন বিন মিহরান রহ. বলেন, 'যদি সালাফের কেউ তোমাদের সামনে আসতেন, তবে তোমাদের কিবলা ছাড়া আর কিছুই চিনতে পারতেন না।'

এসব ছিল প্রথম যুগের লোকদের ব্যাপারে তাঁদের মন্তব্য। আমাদের ব্যাপারে তাঁদের মন্তব্য কেমন হবে!?

সম্মানিত ভাই আমার, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মাত্রই বুঝতে পারবে যে, আমাদের যুগ আর সালাফের যুগের মাঝে বিশাল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। একটাই ওলান, একটা সময় তা দুধে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এখন শুকিয়ে গেছে। একটাই

---

৯৫. আস-সিয়ার : ৭/২৭৭
৯৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/২৯৯

www.QuranerAlo.net

জন্তু, একসময় তা হৃষ্টপুষ্ট ছিল, এখন তা দুর্বল হয়ে পড়েছে। একটাই শাখা, একসময় তা সজীব ছিল, এখন তা শীর্ণ হয়ে গেছে।

সালাফের নামাজের একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করি—

হাতিম আল-আসাম রহ.-কে তার নামাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'যখন নামাজের সময় হয়, আমি পূর্ণরূপে অজু করে নামাজের স্থানে এসে বসে থাকি, যতক্ষণ না আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থির হয়ে যায়। এরপর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ি, আর আমার ভ্রুদ্বয়ের মাঝে কাবা, ডান দিকে জান্নাত ও বাঁ দিকে জাহান্নাম এবং পেছনে মৃত্যুর ফেরেশতাকে অনুভব করি। আমি এ অনুভব নামাজের শেষ পর্যন্ত ধরে রাখি। আমি দাঁড়িয়ে থাকি আশা ও ভয়ের সাথে, আল্লাহু আকবার বলি হৃদয় থেকে, কিরাত পাঠ করি তারতিলের সাথে, রুকু করি বিনয়ের সাথে এবং সিজদা করি বিনয়াবনত হয়ে। আমি বাঁ পায়ের ওপর বসে তার পিঠ বিছিয়ে রাখি এবং ডান পা আঙুলের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখি। আর এসবের সাথে ইখলাস বজায় রাখি। কিন্তু এরপরেও আমি জানি না যে, আমার নামাজ কবুল হলো কি হলো না।'[৯৭]

নামাজের ব্যাপারে মানুষ পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত

এক. নিজের ওপর জুলুমকারী। সে হচ্ছে ওই অবহেলাকারী, যে অজু ও নামাজের সময়ের ব্যাপারে যত্নশীল নয় এবং নামাজের রুকনসমূহও যথাযভাবে আদায় করে না।

দুই. যে নামাজের সময়সীমা, বাহ্যিক রুকনসমূহ ও অজুর ক্ষেত্রে যত্নশীল। কিন্তু পার্থিব চিন্তাভাবনা ও কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে না।

তিন. যে নামাজের সময়সীমা এবং রুকনসমূহের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়ার সাথে সাথে কুমন্ত্রণা ও পার্থিব চিন্তা প্রতিরোধেরও চেষ্টা করে। সে নিজের শত্রুর (শয়তানের) মোকাবেলায় ব্যস্ত থাকে, যাতে শত্রু তার নামাজ চুরি করতে না পারে। এ ব্যক্তি যখন নামাজ পড়ে, তখন নামাজ ও মুজাহাদা দুটোই করে।

---

৯৭. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ১/১৭৯

www.QuranerAlo.net

চার. যে নামাজের সকল হক ও রুকন যথাযথভাবে আদায় করার মাধ্যমে নামাজ পড়ে। সব সময় লক্ষ রাখে, নামাজের কোনো হক যেন ছুটে না যায়। পুরো নামাজে শুধু নামাজই তার ফিকির হয়। মোটকথা, ঠিক যেভাবে নামাজ পড়া উচিত, সে সেভাবেই নামাজ পড়ে। তার পাশাপাশি অন্তরে নামাজের মর্যাদা ও রবের সামনে তার দাসত্বের অনুভব জাগ্রত রাখে।

পাঁচ. যার নামাজে চতুর্থ প্রকারের সব গুণ বিদ্যমান আছে। তার পাশাপাশি সে নামাজের সময় নিজের হৃদয়কে আপন রবের সামনে ধরে রাখে। সে হৃদয়ের চোখ দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে দেখে এবং তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। হৃদয় তার আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা ও বড়ত্বে পূর্ণ থাকে। কেমন যেন সে আল্লাহ তাআলাকে দেখছে। কোনো ধরনের কুমন্ত্রণা তার মাঝে কাজ করে না। আল্লাহ ও তার মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক থাকে না। এই ব্যক্তি যখন নামাজ পড়ে, তখন সে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী সকল লোকের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। সে নামাজের মধ্যে কেবল তার রবের ধ্যানে মগ্ন থাকে। নামাজের মাধ্যমে সে মনের প্রশান্তি লাভ করে।

প্রথম প্রকারের মানুষ শাস্তির যোগ্য। দ্বিতীয় প্রকারের লোককে নামাজের হিসাব দিতে হবে। তৃতীয় প্রকারের লোক ক্ষমার যোগ্য। চতুর্থ প্রকারের লোককে প্রতিদান দেওয়া হবে। আর পঞ্চম প্রকারের লোক আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করে। কারণ, নামাজের মাধ্যমে মনের যে প্রশান্তি লাভ হয়, তারই কিছু অংশ এই শ্রেণির লোকেরা পাবে।

দুনিয়াতে যার অন্তর নামাজের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করবে, সে আখিরাতে রবের নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করবে। দুনিয়াতেও অর্জিত হবে সেই সৌভাগ্য। আর আল্লাহ তাআলার মাধ্যমে যে প্রশান্তি লাভ করবে, তার মাধ্যমে অন্যরা প্রশান্তি লাভ করবে। আর আল্লাহ তাআলার মাধ্যমে যে প্রশান্তি লাভ করে না, দুনিয়াতে তার জন্য শুধু আফসোস আর আফসোসই হবে।[৯৮]

জনৈক সালাফ বলেন, 'হে আদম-সন্তান, তোমার দুনিয়ার অংশের প্রতি তুমি যতটা মুখাপেক্ষী, আখিরাতে তোমার অংশের প্রতি তার চেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী। এখন যদি তুমি দুনিয়ার অংশের পেছনে ছুটতে থাকো, তবে আখিরাতের অংশ

৯৮. ফাজায়িলুজ জিকির লি ইবনিল জাওজি : ২৭

www.QuranerAlo.net

বিনষ্ট হয়ে যাবে; ফলে তুমি ঝুঁকির ওপর থাকবে। আর যদি আখিরাতের অংশের পেছনে ছুটো, তাহলে দুনিয়ার অংশও তুমি পেয়ে যাবে।'[৯৯]

প্রিয় ভাই আমার, হৃদয়ে জং ধরে দুটি জিনিসের মাধ্যমে : গাফিলতি ও গুনাহ।

আর জং দূর করার মাধ্যমও দুটি : ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা করা) ও জিকির। সুতরাং যার গাফিলতি ও অবহেলার পরিমাণ যত বেশি, তার জংয়ের পরিমাণও তত বেশি। হৃদয়ে যখন জং ধরে যায়, তখন বিদিত বিষয়গুলোর প্রকৃত ছায়া দেখা যায় না। ফলে বাতিলকে সত্যরূপে দেখা যায় এবং সত্যকে বাতিলরূপে। কারণ, হৃদয়ে তখন অন্ধকার ছেয়ে থাকে। তাই তার সামনে বাস্তবতা স্পষ্ট হয় না। যখন জং জমে যায় এবং অন্ধকারে ছেয়ে যায়, তখন তার বোধশক্তি ও চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সত্যকে গ্রহণ করার শক্তি হ্রাস পায় এবং বাতিলকে প্রত্যাখ্যান করার যোগ্যতাও নষ্ট হয়ে যায়। আর হৃদয়ের জন্য এটিই সবচেয়ে বড় বিপদ। এর মূলে রয়েছে গাফিলতি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। কারণ, এ দুটি হৃদয়ের আলো ছিনিয়ে নেয় এবং অন্তর্দৃষ্টি নষ্ট করে দেয়।[১০০]

তালক বিন হাবিব রহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলার হকগুলো বান্দার আদায়ের ঊর্ধ্বে। কিন্তু সালাফে সালিহিন সকাল-সন্ধ্যার তাওবার মাধ্যমে তা আদায় করার চেষ্টা করতেন।'[১০১]

প্রিয় ভাই আমার, মৃত্যুর সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাহকে উপদেশ দিয়ে বলেন, 'নামাজ ও দাস-দাসীদের ব্যাপারে যত্নশীল হও।'[১০২]

সুতরাং হে ভাই, আল্লাহ তোমাকে যেখানে যেতে আদেশ করেছেন, তিনি যেন সেখানে তোমাকে অনুপস্থিত না পান এবং যেখানে যেতে বারণ করেছেন, সেখানে যেন উপস্থিত না পান।

---

৯৯. ফাজায়িলুজ জিকির লি ইবনিল জাওজি : ১৯
১০০. ফাজায়িলুজ জিকির লি ইবনিল জাওজি : ৪৬
১০১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/১৬
১০২. মুসনাদু আহমাদ : ২৬৪৮৩

www.QuranerAlo.net

নামাজ পরিত্যাগকারীর বিধান

প্রিয় ভাই আমার, ওপরে বর্ণিত সালাফের ঘটনাসমূহের প্রতিটির পরতে পরতে রয়েছে ইমানের ঝলক ও কল্যাণের বারিধারা।

তাদের প্রত্যেকেই নামাজ আদায়কারী ছিলেন। তারা ছিলেন আজানের ডাকে দ্রুত সাড়া দানকারী।

তাদের এসব কাহিনি বর্ণনা করার পর এখন আমরা জেনে নেব, নামাজ পরিত্যাগকারীর বিধান কী। কারণ, নামাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান—যার ব্যাপারে আমাদের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের সতর্ক করা উচিত। যাতে তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

সামনের সামান্য কয়েকটি পৃষ্ঠা পাঠ করার মাধ্যমে নামাজের বিধানটি বুঝে আসবে; যার মাধ্যমে আপনি নামাজে অবহেলাকারীকে সতর্ক করতে পারবেন। হয়তো তার হৃদয়ে বোধশক্তি জাগ্রত হবে এবং তার সামনে সত্যের পথ উন্মোচিত হয়ে উঠবে।

শাইখ মুহাম্মাদ বিন উসাইমিন রহ.-কে নিম্নের এ প্রশ্নটি করা হয়েছিল :

জনৈক লোক তার পরিবারকে নামাজের ব্যাপারে আদেশ করার পরও তারা তার কথা শোনেনি। এখন কি সে তাদের সাথে বসবাস করবে এবং তাদের সাথে মেলামেশা করবে, নাকি সে ঘর ছেড়ে চলে যাবে?

তিনি নিম্নের উত্তরটি প্রদান করেন :

যদি এরা কখনোই নামাজ না পড়ে, তবে তারা কাফির, মুরতাদ এবং ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। তাদের সাথে বসবাস করা জায়িজ নয়। কিন্তু তার জন্য আবশ্যক হলো, তাদের দাওয়াত দেওয়া এবং বারবার বলতে থাকা। হয়তো আল্লাহ তাআলা তাদের হিদায়াত দান করবেন। কারণ, নামাজ পরিত্যাগকারী কাফির (আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি)। কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ, সাহাবিদের কথা ও সঠিক কিয়াসের মাধ্যমে এটি প্রমাণিত।[১০৩]

---

১০৩. নামাজ পরিত্যাগকারীর বিধানসংক্রান্ত মাসআলায় ফুকাহায়ে কিরামের ইখতিলাফ রয়েছে। বিস্তারিত ফিকহের কিতাবসমূহ থেকে দেখে নিতে পারেন। (অনুবাদক)

www.QuranerAlo.net

কুরআন থেকে দলিল

মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

'যদি তারা তাওবা করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং জাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।'

এ আয়াতের অর্থ থেকে বিপরীত যে বিষয়টি প্রতিভাত হয়, যদি তারা এগুলো না করে, তবে তারা আমাদের ভাই নয়। আর সাধারণ গুনাহের কারণে দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয় না; যদিও গুনাহের পরিমাণ বেশি হয়। কিন্তু যখন দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়, তখন দ্বীনি সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয়, নামাজ পরিত্যাগ করার ফলে দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়।

সুন্নাহ থেকে দলিল

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

'ব্যক্তি ও কুফর-শিরকের মাঝে পার্থক্য হলো নামাজ পরিত্যাগ করা।'[১০৪]

আরেক হাদিসে বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

'আমাদের এবং কাফিরদের মাঝে পার্থক্যকারী আমল হলো নামাজ। সুতরাং যে তা পরিত্যাগ করে, সে কাফির।'[১০৫]

সাহাবিদের বাণী থেকে দলিল

আমিরুল মুমিনিন উমর রা. বলেন, 'যে নামাজ পরিত্যাগ করে, ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।' অর্থাৎ অল্প বা বেশি কোনো অংশ নেই তার।

---

১০৪. সহিহ মুসলিম : ৮২

১০৫. সুনানুত তিরমিজি : ২৬২১, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১০৭৯

www.QuranerAlo.net

আব্দুল্লাহ বিন শাকিক রহ. বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণ নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফরি মনে করতেন না।'

বিশুদ্ধ কিয়াস থেকে দলিল

একজন লোকের হৃদয়ে যখন সরিষার দানা পরিমাণ ইমান থাকবে—যার মাধ্যমে সে নামাজের গুরুত্ব এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার বাণী সম্পর্কে অবহিত—সে কি নামাজ পরিত্যাগ করতে পারে? এটি অসম্ভব বিষয়। যারা বলেন, নামাজ পরিত্যাগে কাফির হবে না, আমি তাদের দলিলগুলো নিয়ে অনেক গবেষণা করেছি। তাদের দলিলগুলো চার অবস্থার কোনো একটি থেকে মুক্ত নয় :

১. তা এ সম্পর্কিত কোনো দলিলই নয়।

২. তাতে নামাজ পরিত্যাগ করার সাথে কোনো বিশেষ গুণকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে।

৩. অথবা কোনো ওজরের সাথে শর্ত করে দেওয়া হয়েছে।

৪. অথবা তা ব্যাপক দলিল; অতঃপর নামাজ পরিত্যাগকারীর কুফরির হাদিস দ্বারা তা খাস করা হয়েছে।

যখন এ বিষয়টি স্পষ্ট হলো যে, নামাজ পরিত্যাগকারী কাফির, তাহলে তার ওপর মুরতাদের বিধান কার্যকর করা হবে। কোনো দলিলেই নামাজ পরিত্যাগকারীকে মুমিন বলা হয়নি, অথবা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে—এমন কথাও বলা হয়নি বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, তাও বলা হয়নি। এ ধরনের কোনো কথাই বলা হয়নি, যার কারণে আমরা কুফরির হুকুমকে তাবিল বা যুক্তিসংগত কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারি যে, এটি ছোট কুফর বা কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করা ইত্যাদি।

www.QuranerAlo.net

নামাজ পরিত্যাগকারীর বিধান যেমন :

এক. তার সাথে বিয়ে জায়িজ নেই। যদি বিবাহের চুক্তি হয়ে থাকে, আর সে নামাজ না পড়ে, তবে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে এবং তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক রাখা জায়িজ হবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

'যদি তোমরা জানো যে, তারা মুমিন নারী, তাহলে কাফিরদের নিকট তাদের ফিরিয়ে দিয়ো না। তারা তাদের (কাফিরদের) জন্য হালাল নয় এবং তারাও (কাফিররা) তাদের জন্য হালাল নয়।'[১০৬]

দুই. বৈবাহিক চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর যখন নামাজ পরিত্যাগ করবে, তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং তার জন্য স্ত্রী হালাল হবে না। এর দলিল হলো পূর্বে উল্লেখিত আয়াত। এটাই আলিমদের প্রসিদ্ধ মত। নামাজ পরিত্যাগের বিষয়টি চাই সহবাসের পূর্বে হোক বা পরে।

তিন. নামাজ পরিত্যাগকারী যদি কোনো প্রাণী জবাই করে, তবে তা খাওয়া জায়িজ হবে না। কেননা, এটি হারাম। আর যদি কোনো (আহলে কিতাব) ইহুদি বা খ্রিষ্টান জবাই করে, তবে খাওয়া জায়িজ হবে। এ ব্যক্তির জবাই ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের জবাই থেকে বেশি নিকৃষ্ট।

চার. এ ব্যক্তির জন্য মক্কা বা মসজিদে হারামের এরিয়ায় প্রবেশ করা বৈধ হবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

'হে ইমানদারগণ, নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক। সুতরাং তারা যেন এ বছরের পর মসজিদে হারামের নিকটবর্তী না হয়।'[১০৭]

---

১০৬. সুরা আল-মুমতাহিনা : ১০
১০৭. সুরা আত-তাওবা : ২৮

www.QuranerAlo.net

পাঁচ. যদি তার কোনো নিকটাত্মীয় মারা যায়, তবে সে উত্তরাধিকারের সম্পদ পাবে না। সুতরাং যদি কেউ মারা যায়, আর তার এক ছেলে আছে, যে নামাজ না পড়ে এবং এক চাচাতো ভাই আছে, যে নামাজ পড়ে—তবে কে মিরাস পাবে? উত্তর হলো, তার সেই চাচাতো ভাই, ছেলে নয়। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

'কোনো মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকারী হবে না এবং কোনো কাফির মুসলিমের উত্তরাধিকারী হবে না।'[১০৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

'সুনির্দিষ্ট অংশের হকদারদের মিরাস পৌঁছে দাও। অতঃপর যা বাকি থাকবে, তা (মৃতের) নিকটতম পুরুষের জন্য।'[১০৯]

এ উদাহরণটি সকল ওয়ারিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ছয়. সে মারা গেলে গোসল ও কাফন দেওয়া হবে না, তার জানাজা পড়া হবে না এবং মুসলিমদের কবরে তাকে দাফন দেওয়া যাবে না। তাহলে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আমরা কী করব? আমরা তাকে নিয়ে কোনো মরুভূমিতে চলে যাব এবং একটি গর্ত খনন করে পরনের কাপড়ে তাকে দাফন করে দেবো। কারণ, তার কোনো মর্যাদা নেই। এ কারণেই যদি কারও নিকট এমন কোনো ব্যক্তি মারা যায়, যে নামাজ পড়ত না, তাহলে তাকে মুসলিমের সামনে জানাজার জন্য এগিয়ে দেওয়া জায়িজ হবে না।

সাত. কিয়ামতের দিন সে ফিরআওন, হামান, কারুন, উবাই বিন খালাফ ও কাফির নেতাদের সাথে উঠবে। আল্লাহর কাছে এমন পরিণতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার জন্য পরিবারের কারও

---

১০৮. সহিহুল বুখারি : ৬৭৬৪, সহিহু মুসলিম : ১৬১৪
১০৯. সহিহুল বুখারি : ৬৭৩২, সহিহু মুসলিম : ১৬১৫

www.QuranerAlo.net

ক্ষমা ও দয়ার দুআ করতে পারবে না। কেননা, সে কাফির; এসবের যোগ্য সে নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

'নবি ও ইমানদারদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে; যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়, এ কথা প্রকাশ পাওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামি।'[১১০]

হে ভাই, বিষয়টি খুবই ভয়ানক। আফসোস, অনেকেই এ বিষয়টিকে হালকা মনে করে এবং নামাজ পরিত্যাগকারীদের সাথে বসবাস করে। অথচ এটি জায়িজ নয়।

নামাজ পরিত্যাগকারীর এ বিধান নারী-পুরুষ সকলের জন্য। সুতরাং হে নামাজ পরিত্যাগকারী অথবা ভুলে থাকার ভানকারী, নিজের জীবনের বাকি অংশ নেক কাজ করে পূর্ণতা দাও। কারণ, তুমি জানো না জীবনের কতটি বছর আর বাকি আছে। তোমার জীবনের কি কয়েকটি মাস বাকি, না কয়েকটি দিন বাকি, না কয়েক ঘণ্টা—তা শুধু আল্লাহ তাআলাই জানেন। সব সময় আল্লাহ তাআলার এ বাণী স্মরণ করো।

إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

'নিশ্চয়ই যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না।'[১১১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

'যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।'[১১২]

---

১১০. সুরা আত-তাওবা : ১১৩
১১১. সুরা তহা : ৭৪
১১২. সুরা আন-নাজিআত : ৩৭-৩৯

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ তাআলা আমাদের সব ধরনের কল্যাণ ও সফলতা অর্জনের তাওফিক দিন এবং আমাদের জীবনকে সফল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে দিন। শরিয়তের ছায়াতলে ইলম, আমল ও দাওয়াতের জীবন দান করুন।

আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের প্রতি।

www.QuranerAlo.net